CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-20 ■ 25 October, 2025 ■ আগরতলা ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ৭ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শান্তিরবাজারের ঘটনায় আহতদের দেখতে জিবি হাসাপাতালে

মথার অস্বিত্ব আগামী দিনে খুঁজে পাওয়া যাবেনা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। শান্তিরবাজারের ঘটনা আন্দোলনের নামে কলঙ্ক। তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এধরনের ঘটনা জাতি - জনজাতি কেউ মেনে নেবেন না। আর কিছুদিন পরে তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। শান্তিরবাজারে নৃশংস হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সরকার। ই হামলায় জড়িত অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে পুলিশ আইন মেনে যা যা করার সেটা অবশ্যই করবে।

শান্তিরবাজারের ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে গিয়ে আজ জিবি হাসপাতালে সংবাদ মাধ্যমকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

উল্লেখ্য, গতকাল বিভিন্ন ইস্যুতে সিভিল সোসাইটি অফ ত্রিপুরা ডাকে আয়োজিত ত্রিপুরা বনধের দিনে কমলপুর মহকুমার শান্তিরবাজারে হামলার অভিযোগ উঠে। এই ঘটনায় একাধিক সরকারি আধিকারিক সহ গুরুতর জখম হন বেশ কয়েকজন। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল তিপ্রা মথার নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে। এনিয়ে গতকালই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। পুরো ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গতকাল রাতে ধলাই জেলার সুরমা বিধানসভার শান্তিরবাজার এলাকায় 'সিভিল সোসাইটি অফ ত্রিপুরা'-র নামে তিপ্রা মথার কর্মীরা একটি নৃশংস ও পরিকল্পিত হামলা চালায়। এই ঘটনায় সালেমা ব্লকের বিডিও অভিজিৎ মজুমদার, ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ সাহা এবং ব্যবসায়ী সুব্রত পাল গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের প্রথমে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই আমি নির্দেশ দিই যাতে দ্রুত তাদেরকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এরপর আজ সকালে জিবি হাসপাতালে গিয়ে তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। সেই সঙ্গে হাসপাতালে উপস্থিত তাদের পরিবারবর্গ ও ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী কঠোর ভাষায় বলেন, সরকার এই নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কেউই আইনের ঊর্ধে নয়। আইন আইনের পথে চলবে। সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এই ঘটনা সত্যি অর্থে অবর্ণনীয়। ডান্ডা, রড, গুলতি নিয়ে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে সেটা

☛৫ এর পাতায় দেখুন

অন্ধ্রপ্রদেশে ভায়বহ বাস দুর্ঘটনা, শোক প্রধানমন্ত্রীর

আগুনে পুড়ে মৃত্যু ১১ জনের

কর্ণুল, ২৪ অক্টোবর।। অন্ধ্রপ্রদেশের কর্ণুল জেলায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ১১ জনের। শুক্রবার ভোররাতে একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর আগুন ধরে যায়। এতে মুহূর্তের মধ্যেই বাসটি আগুনে পুড়ে যায়। ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচতে ১৯ জন যাত্রী জানালা ভেঙে লাফিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাটি ঘটে ভোর প্রায় ৩টা ৩০ মিনিটে কর্ণুল জেলার উল্লিন্দাকোন্ডা এলাকায়, জাতীয় সড়ক ৪৪-এ। হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিল বেসরকারি পরিবহণ সংস্থা 'ভেমুরি কাভেরি ট্রাভেলস'-এর ভলভো বাসটি। মোট ৪০ জন যাত্রী ছিলেন বাসে।

ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল কয়ার প্রভীণ জানিয়েছেন, এ পর্যন্ত ২১ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ১১ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, কারণ কয়েকজন যাত্রী এখনও নিখোঁজ।

ঘটনার সময় অধিকাংশ যাত্রী ঘুমিয়ে ছিলেন। একজন জীবিত বেঁচে ফেরা যাত্রী আকাশ জানান, হঠাৎ চিৎকার শুনে ঘুম ভাঙে, দেখি বাসে আগুন ধরে গেছে। আমরা দ্রুত জানালা ভেঙে বাইরে লাফ দিই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো বাস আগুনে পুড়ে যায়।

পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে অনুমান করা হচ্ছেবাসের নিচে আটকে যাওয়া মোটরসাইকেল থেকেই আগুনের সূত্রপাত। মোটরবাইকটি প্রায় ৩০০ মিটার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় বাসটি, এরপরই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই বাসটি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়। আহতদের মধ্যে ১১ জনকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তিনজনকে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

মৃতদের মধ্যে চারজন একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গেছে। তাঁদের পরিচয়গোল্লা রমেশ (৩৫), অনুষা (৩০), মানিভতা (১০) এবং মনীষা (১২)।

পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির অন্তঃকোন্দলের প্রতিচ্ছবি ঃ সুদীপ বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। শান্তির বাজারের ঘটনা বিজেপির অন্ত:কোন্দলের প্রতিচ্ছবি। বর্তমানকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই প্রাক্তনের চেষ্টা, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে এটাই স্পষ্ট। একটা অংশের মানুষ রাজনৈতিক লাভালাভের স্বার্থে ৮০ - র পরিস্থিতি রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। আজ শান্তিরবাজারের ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে গিয়ে জিবি হাসপাতালে একথা বলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

তিনি বলেন, শান্তিরবাজারের ঘটনায় আহত বিডিও, ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্যান্যদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি। পুলিশের সামনে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বাঙালি বলেই তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে শান্তির বাজারের ঘটনায় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, একটা শ্রেণীর মানুষ

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বন্‌ধে পরোক্ষে সরকার নৈতিক সমর্থন ছিল ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। বনধে পরোক্ষে সরকারের নৈতিক সমর্থন ছিল, পরে বেকায়দায় পড়ে মুখ্যমন্ত্রী একটি অফিস উদ্বোধনে গিয়ে বনধের বিরোধিতা করেছেন। বিজেপি এই বনধের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেনি। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

তিনি বলেন, এটি একটি উস্কানিমূলক ঘটনা। অ-উপজাতি অর্থাৎ বাঙ্গালীদের কোন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল চিহ্নিত করে তাদের বাংলাদেশী হিসেবে অন্য দেশে পাঠাবে এটি হতে পারে না। এটি কোন রাজনৈতিক দলের কাজ নয়, এটি দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বা রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজ। কোন একটি রাজনৈতিক দল ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের স্লোগান তুলতে পারেন না। মূলত জাতি উপজাতি উভয় ক্ষেত্রেই বিজেপি এবং তিপ্রা মথা সমর্থন হারাচ্ছেন। তারা বুঝতে পারছেন মানুষ অন্য চিন্তা-ভাবনা করছে। তাই এই মুহূর্তে সকলের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এই বনধের আহবান। এর মাধ্যমে আরও বড় ধরনের গোলমাল পাকানোর

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ঠিকাদারি কমিশন নিয়ে উত্তপ্ত কৈলাসহর, ২০ লাখ টাকার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ অক্টোবর।। ঠিকেদারি কমিশন নিয়ে ফের একবার চাঞ্চল্য ছড়াল জেলা সদর কৈলাসহরে।

অভিযোগ, ২০ লক্ষ টাকা না দিলে সরকারি কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয় একদল দুষ্কৃতী। ঘটনায় চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয় দূর্গাপুর এলাকায় বিটি কলেজ সংলগ্ন ওয়ার্কিং হোস্টেল নির্মাণস্থলে।

সূত্রে জানা গেছে, আরডি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে মহিলাদের জন্য নির্মিতব্য ওয়ার্কিং হোস্টেল প্রকল্পের বরাত পেয়েছে মাহি কনস্ট্রাকশন নামের এক ঠিকাদার সংস্থা। সংস্থাটি নিয়মমতো কাজ শুরু করলে স্থানীয় কিছু উৎশৃঙ্খল যুবক তাদের কাছে ২০ লক্ষ টাকা দাবি করে। অভিযোগ, ওই যুবকরা জানায় টাকা না দিলে কোনোভাবেই কাজ চলতে দেওয়া হবে না।

অভিযোগ, আজ দুপুরে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন যুবক নির্মাণস্থলে হামলা চালায়। তারা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে শ্রমিক ও ট্রিপার গাড়ির চালকদের হুমকি দেয়। প্রাণভয়ে গাড়িচালকরা এলাকা ছেড়ে চলে যান, ফলে সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে পুনরায় কাজ শুরু করান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক বলেন, "উন্নয়নমূলক কাজ হবে এতে কেন ঠিকাদার সংস্থাকে ২০ লক্ষ টাকা দিতে হবে? যারা কাজের বাধা সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।"

এই ঘটনায় ইতিমধ্যে ঠিকাদার সংস্থা কৈলাসহর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে এবং বিষয়টি প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়েও জানানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, প্রশাসন যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বড়সড় অশান্তি ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে।

বন্‌ধের নামে রাজ্যে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে ঃ প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। কমলপুরের ঘটনায় আহতদের দেখতে আজ জিবি হাসপাতালে যান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। হাসপাতালে গিয়ে তিনি আহতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং গোটা ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবগত হন। পরবর্তীতে তিনি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে আহতদের চিকিৎসার অগ্রগতি ও শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমা ভৌমিক বলেন,

☛৫ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারের ক্ষতিগ্রস্তদের ৬ লাখ ৬০ হাজার আর্থিক সহায়তা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। গতকাল সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শান্তিরবাজার এলাকায় তিপ্রা মথার একাধিক দোকান ভাঙচুরের ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়নের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন।

এই উদ্দেশ্যে ধলাই জেলার জেলা শাসককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিজ সামাজিক মাধ্যমে এই খবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। তিনি জানান, শান্তিরবাজারের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিধায়ক রঞ্জিতের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন আমরা বাঙালি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। প্রাক্তন জঙ্গি নেতা তথা বর্তমান বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার জন্ম শংসাপত্র ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। অভিযোগ উঠেছেতিনি নাকি বাংলাদেশি নাগরিক। এই অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের দাবি তুলেছে সংগঠন আমরা বাঙালি।

শুক্রবার আগরতলার আমরা বাঙালি রাজ্য কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত এক বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রৌদ্র পাল বলেন, "সামাজিক মাধ্যমে রঞ্জিত দেববর্মাকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে দেখানো হয়েছে। যদি এই অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তিনি গুরুতর অপরাধে দোষী।

তিনি আরও বলেন, একজন বিদেশি নাগরিক হয়ে যদি তিনি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে মন্তব্য করেন, তবে তা সম্পূর্ণ ভণ্ডামি। তাই সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছিএই বিষয়ে অবিলম্বে তদন্ত শুরু করে রাজ্যবাসীর সামনে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

পড়ুয়াদের উপর পুলিশি হামলা প্রতিবাদে সরব বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার / আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর রামরাইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশি হামলার শিকার হলেন ছাত্রছাত্রীরা এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের পোষাকে থেকে শান্তি পূর্ণভাবে আন্দোলন করছিলেন। সেই সময় বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণু দাসের নেতৃত্বে এ এস আই মরন বৈদ্যসহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা উপস্থিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের উপর অমানবিকভাবে লাঠিচার্জ চালায়। এতে বহু ছাত্রছাত্রী আহত হন বলে অভিযোগ।

ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শুক্রবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্যস্তরের নেতৃত্বরা দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ অধিকারীর নিকট একটি ডেপুটেশন প্রদান করেন। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

এবিভিপি নেতৃত্বের অভিযোগ, "স্কুল ইউনিফর্মে থাকা ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের এই হামলা গণতন্ত্রে এক লজ্জাজনক ঘটনা।"

এদিকে ঘটনার পর শান্তিরবাজার মহকুমা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জেলা পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ডেপুটেশনটি গ্রহণ করে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরার

☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ অক্টোবর।। আবারও ডাক্তার আক্রান্তের ঘটনা ঘটলো চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এক চিকিৎসকের উপর হামলার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রাত প্রায় ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ এক শিশুকে চিকিৎসার জন্য

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিহার নির্বাচনে যোগ দিতে শুক্রবার রাতে ত্রিপুরা টিএসআর থেকে ৫ কোম্পানির প্রায় ৫০০ জওয়ান আগরতলা রেলস্টেশন থেকে রওনা দেন।

১৬ দিন পর নিখোঁজ গৃহবধূ উদ্ধার, ঘটনায় আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ অক্টোবর।। ১৬ দিন পর নিখোঁজ গৃহবধূকে উদ্ধার করল পুলিশ। পাচারের পরিকল্পনা ছিল বলে দাবি এলাকাবাসীর। বিশালগড় মহিলা থানার হাতে আটক অভিযুক্ত সুমন দত্ত। এক পাচারকারীর বাড়ি থেকে নিখোঁজ গৃহবধূকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত চাম্পামুড়া এলাকার এক গৃহবধূ গত ১৬ দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। এরপর মহিলার স্বামী বিশালগড় মহিলা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। শুক্রবার এলাকার লোকজন চাম্পামুরা বাজার সংলগ্ন সুমন দত্তের ঘরে নিখোঁজ মহিলাকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গেই এই খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা চাম্পামুড়া এলাকায়। পরে স্থানীয় এলাকাবাসীরা সুমন দত্তের বাড়িতে এসে সুমন দত্তকে উত্তম মধ্যম

☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৫ অক্টোবর,২০২৫ইং
৭ কার্তিক, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্লাস্টিক বিপদের হাতছানি

ব্যবহার অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্লাস্টিক সহজে পচে না, ফলে এটি শত শত বছর ধরে পরিবেশে থেকে যায়।প্লাস্টিক ভেঙে ছোট ছোট কণা, যা মাইক্রোপ্লাস্টিক নামে পরিচিত, তৈরি হয়। এগুলো মাটি, জল, বাতাস ও খাদ্যচক্রে প্রবেশ করে।

মাটি, জল ও বায়ুদূষণ: যত্রতত্র ফেলা প্লাস্টিক মাটি, জল ও বাতাসকে দূষিত করে। প্লাস্টিক পোড়ালে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। জলাশয় ও ড্রেনে প্লাস্টিক জমে জলপ্রবাহে বাধা দেয় এবং জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। সামুদ্রিক ও অন্যান্য জলজ প্রাণীরা প্লাস্টিক গিলে ফেলে বা প্লাস্টিকে জড়িয়ে মারা যায়।প্লাস্টিক থেকে বিসফেনল এ থ্যালেটস এবং অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়, বিশেষ করে যখন খাবার গরম করা হয় বা প্লাস্টিকের পাত্রে রাখা হয়। এই রাসায়নিকগুলো মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে।

প্লাস্টিক থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ হৃদরোগ, ক্যানসার, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, বন্ধ্যাত্ব এবং স্নায়ুবিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণ: খাদ্য, জল এবং বাতাসের মাধ্যমে মাইক্রোপ্লাস্টিক মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। ফুসফুস, কিডনি, যকৃত এবং এমনকি নবজাতক শিশুদের প্লাসেন্টাতেও মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে।

প্লাস্টিক দূষণ রোধে এর ব্যবহার কমানো এবং পাট, কাপড় বা কাগজের মতো টেকসই বিকল্প ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির কল্যাণে দেশ ও মানব সভ্যতা অনেক উন্নত হইয়াছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতাকে বহুগুণ অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বিজ্ঞানের যেমন আশীর্বাদ রহিয়াছে তেমনি বিস্তর অভিশাপও রহিয়াছে। সৃষ্টির সবচাইতে উন্নত জীব হইল মানুষ। মানুষকে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইবে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাইবো। বিজ্ঞানের অভিশাপকে দূরে ঠেলিয়া মানব সভ্যতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে আশীর্বাদকে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য তার বিজ্ঞানের অভিশাপ সভ্যতাকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ফেলিয়া দিবে। এই চিরন্তন সত্য কথা মানিয়া না চলিলে বিপদ আসন্ন।

সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গিয়াছে, মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মাইক্রোপ্লাস্টিকের (প্লাস্টিকের অতিক্ষুদ্র কণা) উপস্থিতি, যাহার মধ্যে মস্তিষ্ক এবং লিভারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গও রহিয়াছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক হলো ৫ মিলিমিটারের চাইতে ছোট আকারের প্লাস্টিক কণা, যাহা পরিবেশে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে এবং সহজেই বিভিন্ন খাবার, জল, এমনকি বায়ুর মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

সমুদ্র, নদী, এবং লেকের জলে থাকা মাইক্রোপ্লাস্টিক মাছ, চিংড়ি এবং অন্যান্য সামুদ্রিক খাবারের মাধ্যমে মানুষের খাদ্যচক্রে প্রবেশ করে। এছাড়া বোতলজাত জল এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের মাধ্যমেও এই কণা আমাদের দেহে ঢুকিয়া পড়ে।

বাতাসের মাধ্যমে শ্বাস নেওয়ার সময় মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের ফুসফুসে ঢুকিয়া পড়ে।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত প্রসাধনী এবং প্লাস্টিক পণ্য থেকেও মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের ত্বক এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করিতে পারে।

কিছু গবেষণায় ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মাইক্রোপ্লাস্টিক মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি করিতে পারে এবং নিউরোলজিক্যাল সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে। এটি স্নায়ুর কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটাইয়া স্মৃতিশক্তি এবং মানসিক স্থিতি কমাইতে পারে।লিভার হইলো দেহের অন্যতম প্রধান ডিটক্সিফিকেশন অঙ্গ।মাইক্রোপ্লাস্টিক লিভারের কোষে জমা হইয়া তাহা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে। এটি লিভারের কার্য্যক্ষমতা হ্রাস করে এবং লিভার সিরোসিস বা ফ্যাটি লিভারের মতো রোগের কারণ হইতে পারে। মাইক্রোপ্লাস্টিক যৌন হরমোনের উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, যাহা প্রজননক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।মাইক্রোপ্লাস্টিক অন্ত্রের দেয়ালকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে, যাহা পুষ্টির শোষণ প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায় এবং অন্ত্রের প্রদাহের ঝুঁকি বাড়ায়।

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাইয়া টেকসই উপকরণের পণ্য ব্যবহার করা উচিত।

মাইক্রোপ্লাস্টিকের দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং প্লাস্টিক বর্জ্য কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা। মাইক্রোপ্লাস্টিকের এই ছড়াইয়া পড়া এবং তাহার স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়া বিশ্বজুড়িয়া গবেষণা অব্যাহত রহিয়াছে। মানুষের শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিয়া আরও গবেষণা প্রয়োজন।

ছট্ উৎসবের আগে নাগরিকদের ছট্ গান শেয়ার করতে আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : আসন্ন ছট্ পূজা উপলক্ষে দেশবাসীর প্রতি বিশেষ আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি নাগরিকদের অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যেন ছট্ মাইয়ার ভক্তিমূলক গান ও ছট্ উৎসব-সংক্রান্ত সঙ্গীত তাঁর সঙ্গে ভাগ করে নেন। আগামী কয়েক দিনে প্রধানমন্ত্রী সেই গানগুলি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করবেন বলে জানিয়েছেন।

এক পোস্টে মোদী লিখেছেন, ছট্ মাইয়ার গান এই পবিত্র উৎসবের আভা ও ঐশ্বর্য্য আরও বৃদ্ধি করে। দেশজুড়ে, বিশেষ করে বিহারে, ভক্তরা ইতিমধ্যেই গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে ছট্ পূজার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমার অনুরোধ, আপনারা আপনাদের প্রিয় ছট্ গানগুলি আমার সঙ্গে শেয়ার করুন। আমি আগামী দিনে সেগুলোর কিছু শেয়ার করব, যাতে সবার সঙ্গে এই আনন্দময় উৎসবের ভাবগাম্ভীর্য্য ভাগ করে নেওয়া যায়।

উল্লেখ্য, ছট্ পূজা উত্তর ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক উৎসব, যেখানে সূর্য্যদেব ও ছট্ মাইয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উপাসনা করা হয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লিসহ বিভিন্ন রাজ্যে এই উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়।

বিভূতিভূষণ ও জীবনানন্দ

বিভূতিভূষণের সঙ্গে জীবনানন্দের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য নজরে পড়ে যখন দু'জনের সাহিত্য নিয়ে ভাবতে বসি। এ শুধু নিছক সাদৃশ্যবিলাস নয়, শুধুই মিল খুঁজে বেড়ানো নয়। দু'জনের সাহিত্যের ভিতরে এক স্বাদু জীবনরসের আহরণ বলা যেতে পারে। বিভূতিভূষণ যখন 'আরণ্যক' (১৯৩৭-১৯৩৯) লিখছেন আর জীবনানন্দ যখন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৭) লিখছেন, তখন এই দুটি উপন্যাস এবং কাব্যগ্রন্থের ভাবনার ভিতরে আমরা দুইজন সাহিত্যিকের এক ঐতিহাসিক সাযুজ্য প্রত্যক্ষ করতে পারি। এর আগে বিভূতিভূষণ যখন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালি' (১৯২৭) লিখছেন এবং জীবনানন্দ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' (১৯২৮) লিখছেন তার ভিতরেও অদ্ভুত এই সাদৃশ্য নজরে পড়ে। 'পথের পাঁচালী' রচনার সময়ে উনি ছিলেন পূর্ণিয়া-ভাগলপুরে 'মোহনপুর জঙ্গল মহালে'র অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের চাকরি সূত্রে।

সেই সাতাশ-আঠাশ সাল, একদিকে ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা, অন্যদিকে ভারবর্ষের বুকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে মানুষ। বিপ্লবেরর রক্তে প্লাবিত হচ্ছে পরাধীন দেশের মাটি, মানুষের বুকে দুর্মর ক্ষোভ আর বজ্রনির্ঘোষ মিশে যাচ্ছে বারুদগন্ধী বাতাসে। সেই সময়ে কলকাতা থেকে অনেক দূরে নির্জন এক অরণ্য-সংকুল স্থানে আপন মনে সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন বিভূতিভূষণ। তাঁর মন তখন ইতিহাসের এইসব ধূসর জগৎ থেকে দূরে বিচরণ করছে। অস্ত্রের ঝনঝনানি নয় তাঁর মন চলে গেছে সেই কিশোরবেলায়। যে কিশোর কঞ্চি হাতে গ্রামের শ্যামলিমায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে বন ধুঁধুলের আড়ালে, বাঁচরা-বৈচি-উলটি ঝোপের ভিতরে। বাঁশ বাগানের ফাঁকে ফাঁকে, আম- বকুল- সাঁই বাবলার শান্ত ছায়ায়। তার গায়ে মিশে যাচ্ছে ঘেঁটু আর সোঁদালি ফুলের রেণু, সৌরভ। তাকে ঘিরেই যেন রচিত হচ্ছে প্রকৃতির এই পট পরিবর্তন, ঋতু বৈচিত্র্য। বনে বনে বন্য পুষ্পের হরেক আয়োজন।

বিভূতিভূষণের সত্তার সঙ্গে মিশে আছে গ্রাম্য প্রকৃতি, ডোবা, পুকুর, নদী। তিনি তাঁর জীবনপঞ্জীতে লিখছেন 'দূর জীবনের পার হতে আমি আমার সেই পাখি ডাকা, তেলকুচো ফুল ফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটেকে অভিনন্দন করে শুধু জানাতে চাই, ভুলিনি! ভুলিনি! যেখানেই থাকি ভুলিনি। তোমার কথাই লিখে যাবো সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিচিত্র সুর সংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার অনাহত ঝংকারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।'

এ তো শুধু বিভূতিভূষণের সাধারণ দিনলিপি নয়, এ যেন সেই কিশোর ছেলেটির জন্মভূমির প্রতি গভীর প্রণয় ব্যক্ত হয়েছে। এখানেই তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা, পিতার হাত ধরে প্রথম পাঠশালায় যাওয়া। সেই সব পাঠশালার পাঠ চুকিয়ে দিয়ে শুরু হল জীবনের নতুন পাঠশালা। যে কিশোর এগিয়ে চলেছে বন মালতীর ঝোপ ডিঙিয়ে ঘুঘু ডাকা বাঁশবনের ভিতর দিয়ে সোঁদালির হলুদ ঝাড় দোলানো ফুলসজ্জার উৎসবের ভিতর দিয়ে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ নিচ্ছে। নতুন নতুন পাঠ। কখনো ভাঁটু ফুলের ঝাড়ে নতুন প্রজাপ্রতির আগমন, কখনো বা কুবোপাখির ডাক, কখনো শুনতে পাচ্ছে রাতে বাবার কাছে শুয়ে ইছামতী নদীর বুকে ভেসে বেড়ানো মাঝি মাল্লাদের গান। কিশোর মন ছুটে যায় নদীর পাড়ে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সেই কিশোর ভাবতে থাকে এরা কোথা থেকে আসে আর কোথায় বা যায়!

সুরের সেই মাধুরী তাকে নিয়ে যায় দূর বহুদূরে। উন্মনা কিশোর জ্যোৎস্নায় সিক্ত বনভূমির পথরেখা ধরে ঘরে ফেরে। প্রকৃতিকে এমন নিবিড়ভাবে পেয়েছেন বিভূতিভূষণ। তাঁর দেখার চোখ ছিল তাই তিনি প্রকৃতির রাজ্যের এইসব রূপ মাধুরী প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। সেই মন সেই দৃষ্টি সকলের থাকে না। এর বহুকাল বাদে যখন তিনি লিখছেন, 'দূরে বাংলাদেশে এখন বসন্ত পড়ছে। গ্রামে গ্রামে বাতাবি লেবু ফুলের সুগন্ধ, সজনে ফুল পড়ে আছে, আমের বউল, কচি পাতা ওঠা গাছপালা, দক্ষিণা হাওয়া বইছে 'কোকিল ডাকতে শুরু করেছে, তার সঙ্গে মনে পড়ে গৃহে গৃহে এই মঙ্গল সন্ধ্যায় শান্ত চোখে গৃহলক্ষ্মীদের হাতে আনা সন্ধ্যাপ্রদীপ জানালায় জানালায় ধূপের গন্ধ, দেবতার মন্দিরে আরতি।' সেই সময়ে বিপ্লবের ঘনঘটা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে আপন মনে রচনা করছেন এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। অরণ্যের গভীর নির্জনতার ভিতরে তিনি পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন। অতীতের পথরেখা ধরে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেছেন তাঁর বাল্য-কৈশোরের সেই সোনায় মোড়া দিনগুলিতে। তখন মৃত্যুক্ষয় এই হানাহানির থেকে অনেক বেশি সত্যি মনে হয়েছে ভারতবর্ষের সুদূর কোণে প্রায় নাম না জানা অখ্যাত এক পল্লীজীবনের কাহিনী। প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাঁঠালতলা, হরিপোড়োর মুদিখানার সঙ্গে পাঠশালা, অপু, দুর্গা, সর্বজায়া, ইন্দির ঠাকরুন, হরিহরের কথা। পথ চলতে চলতে রচিত হচ্ছে সেই পাঁচালি। 'কত গোলক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির কত জনসন টমসন কত মজুমদারকে কোথায় ভাইয়া লইয়া গেল!'

এরপরেই সে সোনাডাঙ্গার মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে চলেছে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের দিকে।' এখানেই আমরা পেয়ে যাই আরও একজন সাহিত্যিককে যাঁর কাব্যে ধরা আছে প্রকৃতিবোধ। প্রকৃতি চেতনাই তাঁর কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাঁকে যখন বলতে শুনি 'গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠান্ডা বাতাস; কোন দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার,

তারা কোথায়?
তারা কি হারিয়ে গেছে?'

কবি জীবনানন্দ দাশের এই প্রকৃতিচেতনাও মানুষের সঙ্গে জীবনের গভীর একাত্মতা।

আমাদের মনে পড়ে,

'কোনোদিন রূপহীন প্রবাসের
পথে
বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে
নষ্ট শুকের মতন
কাটাইনি দিন মাস, লহনার
খুল্লনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলোমাখা পথে
আমি যে
বিকায়ে দিছি মন
বাঙ্গালি নারীর কাছে চালধোয়া
স্নিগ্ধ হাত,
ধান মাখা চুল,
হাতে তার শাড়ীটির কস্তা পাড়
ডাঁশা আম,
কামরাঙা কুল।'

তিনি তাঁর কাব্যে বিভিন্ন ভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। কখনো প্রকৃতি সরাসরি হয়েছে কাব্যের বিষয়, কখনো কাব্যের প্রকরণ উৎস হিসাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দের প্রথম কাব্য 'ঝরা পালক' ১৯২৮ সালে লেখা। সেখানে দেখি তিনি লিখছেন 'হেমন্তের হিম মাঠ, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে বকবধূটির মত কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে! হয়তো শুনেছ তারে, তার সুর, দুপুর আকাশে ঝরাপাতা-ভরা মরা দরিয়ার পাশে।' এই সব প্রথম দিকের কবিতার ধরা পড়েছে জগৎ আর জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। সেটাই দেখি বিস্তার লাভ করেছে, যখন তিনি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে (১৯৩৬) লিখছেন 'আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন; ফসল-ধানের ফলে যাহাদের মন ভ'রে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যের, অবহেলা করে গেছে পৃথিবীর সব সিংহাসন।' এই কবিই আবার পরেরদিকে জীবন সম্পর্কে গভীর ভালবাসার কথা বলছেন 'কোথায় আসিবে মৃত্যু কোথায় সবুজ ঘাস আমারে রাখিবে ঢেকে ভোরে, রাতে, দু-পহরে পাখির হৃদয় ঘাসের মতন সাধে ছেয়ে রবে র'বে রাতের আকাশ নক্ষত্রের নীল ফুল ফুটে রবে; বাংলার নক্ষত্র কি নয়?' (দূর পৃথিবীর গন্ধে)। যখন তিনি বলেন 'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়ি নদীটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয়, হয়তো শঙ্খচিল শালিখের বেশে; হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে কুয়াশায় ভেসে ভেসে একদিন আসিব এই কাঁঠাল ছায়ায় আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালবেসে' তখন বিভূতিভূষণ আর জীবানন্দ এক হয়ে মিশে যান বাউলের মেঠো একতারাটির সুরে। শিকড়ের টান বিভূতিভূষণের প্রকৃতি প্রেম, গ্রাম বাংলার রূপ ধরা পড়ে তাঁর প্রথম উপন্যাসেই। 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসের প্রথম চমকই হল এই অবিস্মরণীয় প্রকৃতিপট নির্মাণ। তিনি যখন পূর্ণিয়ায় মোহনপুর স্টেটের জঙ্গল মহালের চাকরিসূত্রে গেলেন অরণ্যের রূপ মাধুর্যে বিভোর তখনি তিনি সৃষ্টি করলেন এই কালজয়ী সাহিত্য। ঠিক সেই সময়ে তার অন্তরে 'আরণ্যক' উপন্যাসের বীজটি একটু একটু করে নিজের অজান্তেই জায়গা করে নিচ্ছে। কেউ কেউ 'আরণ্যক'-এর প্রকৃতি প্রেম নিয়ে হাডসনের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। কিন্তু হাডসনের 'পার্পল ল্যান্ড'-এ যে প্রকৃতিকে তিনি মেলে ধরেছেন সেই 'রোমান্টিক পিস অব রিয়্যালিজম'-এর সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি বর্ণনার যে অভিপ্রায় তার মিল নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের সেই ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩২-৩৩ সালের ইতিহাস। একে একে ঘটে চলেছে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, অসহযোগ আন্দোলন, গ্রেট ডিপ্রেশান, শ্রমিক অসন্তোষ, কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের মত ঘটনা। অথচ এসবের কোনো কিছুই তখন বিভূতিভূষণ কিম্বা জীবনানন্দের রচনাকে স্পর্শ করেনি। পথের পাঁচালির শিশু অপু ও কিশোরী দুর্গার ভিতরে এই জাতীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা, উদ্বেগ, তরঙ্গাঘাত, উদ্ভ্রান্ত ও সমস্যাতাড়িত বিপর্যয় অনুপস্থিত। যেটা আছে তা হল নিতান্তই বালক বয়সের সময়ের অভিঘাত। জীবনের পরম সত্যকে তিনি উপলব্ধি করছেন। সমস্যা থেকে দূরে নিতান্ত পল্লীজীবনের পরম জীবন সত্যকে তুলে ধরেছেন। এখানেই তাঁর স্বতন্ত্রতা। প্রকৃতিকে সঙ্গে রেখে জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনার নতুন এক ফর্ম নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেন। বাংলা সাহিত্যে এক নতুন পালক সংযুক্ত হল। অপুর কৌতূহলী মন, দুর্গার সরলতা, নীলমণি লতা, তিত-পোল্লার ফুল, রেলগাড়ি দেখা এর সঙ্গে বিপ্লব বা বিশ্বযুদ্ধের বিন্দুমাত্র আঁচ পড়তে দেন নি।

ভাগলপুর থেকে ফেরার আরো প্রায় এক দশক বাদে তিনি লিখে ফেললেন আর একটি কালজয়ী উপন্যাস 'আরণ্যক'। ১৯৩৭ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেরোতে থাকে 'আরণ্যক'। নিসর্গ যেন এখানে তাঁর কাছে এসে ধরা দিল। এই অরণ্য-প্রকৃতির বুকে বসেই তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন অরণ্য ধ্বংসের চিত্র। প্রতি মুহূর্তে তাঁকে পীড়িত করছে বন কেটে ফেলার যন্ত্রণা। তিনি রোজনামচায় লিখছেন, 'বন কোথাও কেটে ফেলেছে এ কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। অর্থের জন্য অমন সৌন্দর্যভূমি নষ্ট করা বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষ তার ভুল বুঝতে পারবে কিন্তু অরণ্যসৌন্দর্য তখন পৃথিবীতে কোথাও আর অবশিষ্ট থাকবে কিনা কে জানে।' এই বিপন্ন সৌন্দর্যের ভিতরে নিহিত থাকে উৎকণ্ঠা। আরণ্যকে যতই তিনি প্রকৃতির অনবদ্য সৌন্দর্যের কথা বলুন, আরণ্যকে এই সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনিয়েছেন বিপন্ন মানুষের গল্প। আর্ত, বিপন্ন, দরিদ্র হতভাগ্য আর শিকড় ছেঁড়া মানুষের যন্ত্রণার কাহিনী। সাহিত্যিক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'আরণ্যক যত না নৈসর্গিক বিস্ময়ের গল্প, তার চেয়ে অনেক বেশী মানবিক বাস্তবতার কাহিনী। ক্ষীণ আর্থ সামাজিক পটে ধৃত এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি যতই আপাত বিচ্ছিন্ন হোক না কেন, সব মিলিয়ে তারা কিন্তু একটা বিষয়গত সমগ্রতার আভাস এনে দেয়।'

রাজু পাঁড়ে আর যুগলপ্রসাদ অরণ্যভূমির দুই বিপরীত অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছে। কুন্তা, ধাওতাল সাহু, দশরথ(ননী চোর নাটুয়া), দেহাতি মানুষ মুনেশ্বর, রাজকন্যা ভানুমতী স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। দোবরু পান্নার ভিতর দিয়ে লেখক ভারতবর্ষের আদিম মানুষদের ইতিহাস আর তাদের ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করার যন্ত্রণা ব্যক্ত করেছেন। নয়া সভ্যতার সংস্পর্শে এসে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, আজন্মলালিত সভ্যতা। যে ছিল স্বাধীন এক অরণ্যভূমির প্রকৃত সন্তান, সেই ভূমিপুত্রদের গভীর শিকড় থেকে উৎখাত করে ভূমি ব্যবস্থার নির্মম ফাঁস পরিয়ে দিলেন সত্যচরণ। দোবরু পান্নার কথার ভিতর দিয়ে লেখক বিভূতিভূষণ তুলে ধরেছেন সেই মর্মন্তুদ যন্ত্রণা। তিনি যেমন নিসর্গ সম্পর্কে আগ্রহী তেমনি নিম্নবর্গের এই মানুষদের সম্পর্কেও সমান উৎসাহী।

মনে পড়ে যায় সাওঁতাল বিদ্রোহের কথা। অলিখিত ভারতবর্ষের এক ট্র্যাজিক অধ্যায় তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল। একে একে জমি বিলি করার পরে সেখানে নতুন বসতি গড়ে উঠবে আর জঙ্গল হারিয়ে যাবে।

প্রকৃত নিধনের এই যন্ত্রণা লেখককে কুরে কুরে খেতে লাগল। তিনি মনে মনে বললেন, 'হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা কোরো মোরে!' ঘরে ফেরার গান বিভূতিভূষণের একাধিক গল্পে পাই এই গ্রামবাংলায় ফিরে আসার জন্যে আকুতি। যেমন ধরা যাক, 'বংশ লতিকার সন্ধানে' গল্পটি। নায়ক নীরেন দেশান্তরের হাতছানি উপেক্ষা করে একদিন এসেছে রামচন্দ্রপুরের মতো অখ্যাত এক পল্লীতে। গ্রাম বাংলার এই সুন্দর মনোহর রূপ, পাখি ডাকা ভোর, এমন মনোরম সূর্যাস্ত, সোঁদা মাটির গন্ধমাখা বাতাস, বকের ডানায় সন্ধে ঘনিয়ে আসা, সঙ্গে সোনামুগের ডাল, উচ্ছে ভাজা, সুন্দর নিকানো উঠান, গ্রামের মানুষগুলোর সহজ সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সে থেকে গেল। অথচ তার যাবার কথা ছিল, আলমোড়া থেকে ধরচুলা, ধরচুলা থেকে লিপুলেক, সেখান থেকে মানস সরোবর। কিন্তু তাদের ভিটের বড় নিম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে তার মনে হল যেটা বিভূতিভূষণ তাঁর নিজের কথার ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করেছেন 'এখানকার বৈকালগুলো কী অপূর্ব! এত জায়গায় তো বেড়িয়েচি ইসমাইলপুর, ভাগলপুর, আজমাবাদ কিন্তু এখানকার মতো বৈকাল আমি আর কোথাও দেখেচি বলে মনে হয় না। এ সৌন্দর্য ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না।' এই যে ভিটেমাটির জন্যে টান, এটা 'অপরাজিত'-তে অপুর ভিতরেও দেখতে পাই। এই সময়ে তিনি ভিন্নধর্মী উপন্যাস, ছোটগল্প রচনা করেছেন। তিরিশের সেই গ্রেট ডিপ্রেশান, শিকড়হারা মানুষের অনস্তিত্বের অনুভূতিমালা নিয়ে একের পর এক লিখিত হচ্ছে 'বেদে' 'যাযাবর', 'মহানগর', বেনামী 'বন্দর', 'সংসার সীমান্তে' ইত্যাদি অসংখ্য কালজয়ী রচনা। আইডেন্টিটি ক্রাইসিস যখন মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে সেই সময়ে বিভূতিভূষণ ঘরে ফেরার গল্প শোনাচ্ছেন তার পাঠকদেরকে।

পৈতৃক ভিটা', 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'বুধির বাড়ি ফেরা' সবই ঘরে ফেরার গান। একই অনুভূতি ধরা পড়েছে জীবনানন্দের কবিতায়। জীবনান্দে কত সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন 'অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ, ভালবাসা আর ভালবাসার সন্তান, আর সেই নীড় এই স্বাদ গভীর গভীর।' মৃত্যুর কথা যেমন আছে তেমনি আছে জীবনমুখী কথা। জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা আছে বলেই তিনি বলতে পারেন 'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়।' কল্লোল- কালিকলমের লেখকেরা যে সময়ে জীবনের অন্ধকারতম দিকগুলি তুলে ধরছেন সেই সময়ে বিভূতিভূষণ আর জীবনানন্দ মানুষের আলোকময় জীবনের কথা বলছেন। মৃত্যুবোধ ১৯৪০ এ লেখা 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এ বিভূতিভূষণ সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হেঁটেছেন। লৌকিক- অলৌকিক আর জিতুর প্রেম, ভবিষ্যৎ দর্শন, দরিদ্রতা নিয়ে তিনি যে চিত্র আঁকলেন সেটা খুব একটা সার্থকতা পেল না।

কেবলমাত্র প্রকৃতিপ্রেমই নয়, বিভূতিভূষণ এবং জীবনানন্দের লেখায় আমরা অন্য একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাই। সেটা হল, মৃত্যুচিন্তা। এবারে আসি বিভূতিভূষণের সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা বিতর্কিত উপন্যাস 'দেবযান' সম্পর্কে। এই উপন্যাস লিখতে তাঁকে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত করতে হয়েছে। লৌকিক ও অলৌকিকতার যুগপৎ মিশেল থাকলেও দেবযান যেন এ সব কিছুকে অতিক্রম করে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এক উপন্যাস রচনা করলেন। এই উপন্যাসে ধরা পড়েছে তাঁর মৃত্যুচেতনা। মৃত্যুর আগের জীবন সম্পর্কে আমরা সকলেই ওয়াকিবহাল কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কেমন হবে এটাই মানুষের চির-কৌতূহলের বিষয়। এই চিন্তা থেকেই জন্ম নিয়েছে দেবযান। উপন্যাসটা পড়া শেষ করে মনে হয়েছে, এ তো শুধ মৃত্যু চেতনা নয় এর ভিতরে ধরা আছে স্রষ্টার গভীর চিন্তা ও বিশ্বাসের জগৎ। আছে সুগভীর রোমান্টিক চেতনাবোধ। আত্মা যে অবিনাশী এই সত্য তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী কল্যাণীকে। প্রেমের উপাখ্যানের সঙ্গে মিশে গেছে অলৌকিকতা। পুনর্জন্মের কথা। আছে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তির কথাও। যতীন ও পুষ্পের মধ্যে যে বাল্যপ্রেম ছিল অভিশাপগ্রস্ত যার জন্যে পার্থিব জীবনে তারা মিলিত হতে পারেননি। মৃত্যুর পরে সেই আকাঙ্ক্ষা, সুপ্ত প্রেম নতুন রূপে ধরা দিল। শুরুতে যেটা ছিল মর্ত্য জীবনের মধুর বিধুর কাহিনী মৃত্যুর পরে সেটা হয়ে উঠল

সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এই উপন্যাস। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে, মৃত্যুর পরে পরলোক সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস। বিভূতিভূষণ নিজেও তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মৃত্যুকে। একদিনের একটা ঘটনার কথা বললে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। সেবার স্কুলে পূজোর ছুটি পড়লে বিভূতিভূষণ স্ত্রী কল্যাণী আর শিশু পুত্রকে নিয়ে চললেন ঘাটশিলায়। সেখানে থাকেন তাঁর ভাই নুটু, পেশায় একজন চিকিৎসক। ঘাটশিলাতে বিভূতিভূষণ একটা ছোট্ট বাড়ি বানিয়েছিলেন। নাম দিয়েছেন, 'গৌরীকুঞ্জ'। ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ সাল। কোজাগরী পূর্ণিমার দুইদিন পরে বিকেলের দিকে বেড়াতে বের হলেন। জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা ধারাগিরিতে। সঙ্গে আছে লরি বাংলোর ভক্তদা, কানুমামা এবং আরও কয়েকজন। পাহাড়ে উঠতে উঠতে বিভিন্ন গল্প হচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় তখন দ্বিতীয়ার চাঁদ তার মহিমা ছড়াচ্ছে। শাল, পিয়াল আর আমলকির বনে মাতন লেগেছে। কী এক বন্য ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। কন্টিকারীর ঝোপ থেকেই আসছে এই গন্ধ। তাঁরা বড় একটা পাথরখণ্ডের উপরে বসে থাকলেন বহুক্ষণ। রাত বাড়ছে, কয়েকজন উঠে পড়লেন। সঙ্গীরা এবারে নামছেন, কিন্তু বিভূতিভূষণ আরও উপরে উঠতে লাগলেন।

'কী হল, আসুন, আর উপরে উঠবেন না।' কিন্তু কে শোনে সে কথা। তিনি উঠতে লাগলেন। হঠাৎই একটা বিকট চীৎকারে সঙ্গীরা ঘাড় ঘোরালেন। উপরের দিকে উঠে দেখলেন দুই হাতে মুখ ঢেকে বিভূতিভূষণ থরথর করে কাঁপছে। তাকিয়ে দেখেন, সামনে একটা খাটিয়া। তার উপরে সাদা কাপড়ে ঢাকা দেওয়া, সম্ভবত মৃতের শরীর।

নিচে মাটির সরায় চাল, কলা ইত্যাদি। সঙ্গীরা ভাবলেন হয়তো পাহাড়িদের কারো মৃতদেহ রাখা হয়েছে। বিভূতিভূষণের মুখে কথা নেই। সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত। সঙ্গীদের কাঁধে ভর দিয়ে কোনোমতে নিচে নামলেন। দেখে মনে হচ্ছে তিনি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন। সঙ্গীরা আশ্চর্য্য হলেন, যিনি কিনা রাত বেরাত জঙ্গল, পাহাড় সব ঢুঁড়ে বেড়িয়েছেন জীবরভর প্রেতাত্মা, পরলোক চর্চা করে গেলেন তিনি পেলেন ভূতের ভয়!

কথাটা জিজ্ঞেসা করতেই বিভূতিভূষণ বললেন, 'কিছুদিন ধরে বুঝতে পারছিলাম। আজ মনে হল এবারে আমাকে যেতে হবে।'

'কী হয়েছে খুলে বলুন তো?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কে যেন হাতছানিতে আমাকে খাটিয়ার দিকে টেনে নিয়ে গেল। এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে আমি সেই সাদা কাপড় সরাতেই দেখি মড়ার মুখটা আমারই! ওটা আমারই মৃতদেহ।'

'কী সব বাজে চিন্তা করছেন?'

বন্ধুরা ধমক দিলেন। বিভূতিভূষণ ম্লান হেসে বললেন, আব্রাহাম লিংকনও কিন্তু ঠিক এমনি তাঁর মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন মৃত্যুর আগে। তবে তিনি দেখেছিলেন নিদ্রিত অবস্থায়। আর আমি প্রত্যক্ষ করলাম জাগ্রত অবস্থায়। তিনি শুধু একটাই অনুরোধ করলেন, কল্যাণী যেন এ ব্যাপারে কিছু জানতে না পারে। সকলে ডাহিগড়ে ফিরে এল শবযাত্রার মত। এর কিছুদিন বাদেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। এখানেই জীবনানন্দের প্রসঙ্গে আসতে হচ্ছে। তাঁর কবিতায় বারে বারে ফিরে আসে মৃত্যু, অন্ধকার, আশাহীনতার কথা। তাই কি তিনি বলেছেন 'কোথায় রয়েছে মৃত্যু? কোন দিকে? খুঁজি আমি তারে যেই ঘুম ভাঙে নাকো কোনদিন ঘুমাতে ঘুমাতে সবচেয়ে সুখ আর সবচেয়ে শান্তি আছে তাতে!" তবে তাঁর কবিতার বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে মৃত্যুচেতনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাহিত্যে মৃত্যুচেতনা বিভিন্ন রূপে ফুটে উঠল। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় দেখি একাকিত্বের দ্যোতক হল মৃত্যু, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় সেটাই হয়ে উঠল ঈশ্বরের প্রতি ক্ষোভের প্রকাশ। কবি অমিয় চক্রবর্তীর নিকট মৃত্যু জন্মের মতই স্বাভাবিক ব্যাপার মাত্র। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় মৃত্যুচেতনা নানাভাবে ধরা দিয়েছে। যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিণতি তাঁর মনে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে সেটাও শুনতে পাই কবিতায় 'মৃত্যুর আগে', 'ক্যাম্পে', (কোথায় হরিণ আজ হতেছে শিকার), 'শিকার' ইত্যাদি কবিতায়। তখনি 'হৃদয়ে এক অবসাদ জেগে ওঠে।' তাই কি তিনি বলেছেন, 'আমার বুকের প্রেম ওই মৃত মৃগদের মতো?' তখনই বোঝা যায় একটা হরিণের মৃত্যু তখন আর নিছক প্রাণীর মৃত্যু নয়, তা হয়ে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মৃত্যুর মতো কঠোর ও কঠিন নির্মম সত্যি। এ যেন হৃদয়ের ভিতরে প্রবহমান এক বিশ্বাসের মৃত্যু। তাই তিনি বলতে পারেন

'বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মত আমরা সবাই।' কিন্তু মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে যায় না। এতসব বোধের পরেও তিনি বলতে পারেন 'যে সব শ্যামল নীল বিস্তারিত পথে হতে চায় অন্য কোনো আলো কোনো মর্মের সন্ধানী, মানুষের মন থেকে কাটাবে না তা হ'লে যদিও সব গ্লানি তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্য্যের শপথে।' (আলোপৃথিবী) বিভূতিভূষণও সেই জীবনের গল্প আলোর কথা বলে চলেছেন। 'পুঁইমাচা' গল্পটির উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ক্ষেন্তির মৃত্যু কিন্তু মরণের গল্প নয়, এ জীবনেরই গল্প, যখন দেখি লেখক মাচার উপর দিয়ে পুঁইঝাড়ের দৃশ্য রচনা করলেন। এই একটি দৃশ্যের ভিতর দিয়ে তিনি যা বলার বলে দিয়েছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ কৈশরের উপর একদিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

গুজরাতের মেহসানায় আকাশে ঝলমলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সুর্য্য কিরণ অ্যারোব্যাটিক টিম

মেহসানা, ২৪ অক্টোবর: দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের দেশপ্রেম উদযাপনের অংশ হিসেবে মেহসানা এয়ারফিল্ডে অনুষ্ঠিত এক আকাশ প্রদর্শনীতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সুর্য্য কিরণ অ্যারোব্যাটিক টিম দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাতের এনার্জি মন্ত্রী রুশিকেশ প্যাটেল এবং সংসদ সদস্য হরি প্যাটেল।

এনার্জি মন্ত্রী রুশিকেশ প্যাটেল অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়ে বলেন, মেহসানায় সুর্য্য কিরণ প্রদর্শনী আয়োজন হওয়া উত্তর গুজরাতের জন্য গর্বের বিষয়। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে ধন্যবাদ জানান অনুষ্ঠানটি সম্ভব করার জন্য। তিনি ভারতের আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা এবং দেশের সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বের প্রশংসা করেন।

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সামরিক সফলতা যেমন অপারেশন সিনদুর ভারতের আত্মবিশ্বাস এবং প্রস্তুতির প্রতিফলন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে জাতীয় নিরাপত্তা, শান্তি ও উন্নয়নের উপর জোর দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করছে। এছাড়াও, 'স্বচ্ছ ভারত', 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' এবং 'ভোকাল ফর লোকাল' আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে স্বনির্ভর ভারত গড়ার ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে।

সাংসদ হরিভাই প্যাটেল ভারতীয় বিমান বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রদর্শনীর প্রশংসা করেন এবং এটিকে "শুদ্ধ দেশপ্রেমের প্রকাশ" হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সুর্য্য কিরণ প্রদর্শনী নাগরিকদের মধ্যে উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগিয়েছে এবং এটি "নতুন ভারত" গঠনের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এছাড়াও, প্রদর্শনীতে মহিলা পাইলটদের অংশগ্রহণকে আধুনিক ভারতের নারী ক্ষমতায়নের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে অভিহিত করেন।

১৯৯৬ সালে গঠিত সুর্য্য কিরণ টিম এশিয়ার একমাত্র নয়-উড়োজাহাজের অ্যারোব্যাটিক দল, যা "সদা সর্বোত্তম" মন্ত্রের অধীনে উৎকর্ষ এবং শৃঙ্খলার প্রতীক। দলটি ভারত এবং বিদেশে ৭০০টিরও বেশি প্রদর্শনী সম্পন্ন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে চীন, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।

মেহসানার প্রদর্শনীতে নয়টি হক এমকে১৩২ জেট বিমান দৃষ্টিনন্দন কৌশল দেখায়, যেমন ডায়মন্ড ফরমেশন, তেজস ফরমেশন, লুপ, রোল, হেড-অন ক্রস এবং ইনভার্টেড ডিএনএ ফরমেশন যেগুলোর মধ্যে বিমানগুলি প্রায় পাঁচ মিটারের কম ব্যবধানে একে অপরের পাশে উড়েছিল। ত্রিবর্ণ ধোঁয়া ছড়িয়ে আকাশ আলোকিত হওয়ায় দর্শকরা উৎসাহে উল্লসিত হন।

অনুষ্ঠানটি বিমান বাহিনী পাইলট কমল সন্দু এবং গৌরব প্যাটেলের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুখজি ঠাকোর, কে.কে. প্যাটেল, জেলা কালেক্টর এস.কে. প্রজাপতি, ডিসিপি তরুণ দুগল, দুধসাগর ডেইরি চেয়ারম্যান আশোক চৌধারি, উঞ্জা এপিএমসি চেয়ারম্যান দিনেশ প্যাটেল, জেলা ব্যাংক চেয়ারম্যান বিনোদ প্যাটেল, প্রাক্তন সাংসদ নাটুজি ঠাকোর এবং ওএনজিসি ও ভারতীয় বিমান বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বড় সংখ্যক দর্শক উপস্থিত থেকে আকাশ প্রদর্শনী উপভোগ করেন এবং এটি আঞ্চলিক ইতিহাসের অন্যতম প্রেরণাদায়ক প্রদর্শনী হিসেবে অভিহিত হয়।

The list of name of work is given below

Sl. No.	Name of work
1	Notice Inviting Short Quotation for procurement of All in one Desktop Computer and printer cum scanner Director, Sepahijala Zoological Park.

NB: The terms and condition etc. may be collected from O/o the Director, Sepahijala Zoological Park, Sepahijala District and Tripura Forest Department, website.
ICA/C/ 2700/25

Sd/- Director
Sepahijala Zoological Park

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER REF. No. F. 3(198)-MED/AC/2019-20(Sub-II)
Dt. 22/10/2025.

TENDER FOR "Rate Contract for Hiring of Agency For E-Filing of TDS Return Under Income Tax for Salaried Employees, Non-Salaried (Vendors) and Filing of Return of TDS Under GST at AGMC & GBP Hospital, Agartala."
A Tender is hereby invited from resourceful, experienced and Bonafide licensed manufacturer or their authorized local supplier/dealer/distributor in the state of Tripura for "Rate Contract for Hiring of Agency For E-Filing of TDS Return Under Income Tax for Salaried Employees, Non-Salaried (Vendors) and Filing of Return of TDS Under GST at AGMC & GBP Hospital, Agartala." Reference file No. F. 3(198)- MED/AC/ 2019-20 (Sub-II).
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (https://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is ..... / ..2.0..... up to 5:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, so bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.
ICA/C/2697/25

Medical Superintendent &
Head of Department A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 25/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26 Dt. 23-10-2025

The Executive Engineer Bishalgarh Division, PWD (R & B) Bishalgarh, Sepahijala Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate item rate e-tender in single bid twe bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC/MES / CPWD/ Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 14/B/DNIe-T /SE-IV/PWD(R&B)/2025-26 (2nd Call)	30,79,471.00	61,589.00	240 (Two Hundred Forty) days

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 30-10-2025
Date of publishing of bid: Date 23-10-2025
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 30-10-2025
Class of tenderer; APPROPRIATE Class
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C/2705/25

(Er. R. Ghosh)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B)
Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

ছত্তিশগড়ে স্টিল প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ, ৪ জন শ্রমিক আহত

রায়গড়, ২৪ অক্টোবর: ছত্তিশগড়ের রায়গড় জেলার তারাইমাল এলাকার এনআরভিএস স্টিল প্ল্যান্টের ফার্নেস সেকশনে শুক্রবার একটি বিস্ফোরণে চারজন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর এবং তাকে রায়পুরের হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বিস্ফোরণের কারণে প্ল্যান্টের ভিতরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং আশেপাশের এলাকায় ভিড়ের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়।

ঘটনার পরপরই প্ল্যান্ট প্রশাসন উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করে। আহতদের নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়া হয়, যেখানে চিকিৎসকরা তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেছেন। অন্য তিন জন শ্রমিক --- দুইজন স্থানীয় ও একজন বিহারের — অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আহতদের মধ্যে ৩৫ বছর বয়সী রমনারায়ণ যাদব (উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার বাসিন্দা) সবচেয়ে গুরুতর; তিনি ফার্নেসের কাছাকাছি কাজ করার সময় বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশ জানায়, তাঁর শরীরের ৬০ শতাংশের বেশি অংশ দগ্ধ হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর জীবন ঝুঁকিতে, তাই তাকে বিলাসপুর বা রায়পুর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ফার্নেসের ভেতরে চাপ হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়াতেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিস্ফোরণের সময় তীব্র কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে এবং আগুনের শিখা আকাশে উঠে। প্ল্যান্ট কর্মী এবং আশেপাশের গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে নিরাপদ স্থানে পালায়।

পুলিশ পুঞ্জিপত্রা থানার কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং তদন্ত শুরু করেছেন। বিস্ফোরণের সঠিক কারণ নির্ধারণের জন্য ফরেনসিক দল ডাকা হয়েছে। জেলা প্রশাসন প্ল্যান্টের কার্যক্রম তাতণিকভাবে স্থগিত করেছে এবং একটি উচ্চস্তরের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শ্রমিক ইউনিয়নগুলোও দুর্ঘটনার প্রতি শোক প্রকাশ করেছে এবং প্ল্যান্টে নিরাপত্তা অডিট করার দাবি জানিয়েছে। রায়গড় জেলা শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত, যেখানে বহু স্টিল প্ল্যান্ট অবস্থিত। উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি কয়েকটি ছোট দুর্ঘটনা ঘটলেও এই ধরনের বড় বিস্ফোরণ বিরল। মে ২০২৫-এ এক ইস্পাত ও স্টিল প্ল্যান্টে ফার্নেস ব্লাস্টে চারজন শ্রমিক আহত হয়েছিলেন।

বিহারের ভোট: সমাজবাদী পার্টি প্রকাশ করল ২০ জন তারকা প্রচারকের তালিকা, আযম খানও অন্তর্ভুক্ত

লখনউ, ২৪ অক্টোবর: অখিলেশ যাদব নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পার্টি আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিহারে ২০ জন তারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশ করেছে। মহাগঠবন্দন (কংগ্রেস-আরজেডি-বামপন্থী) প্রার্থীদের জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানোর জন্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছেন ১০ বার নির্বাচিত বিধায়ক আযম খান, যিনি সম্প্রতি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

এই তালিকায় উল্লেখযোগ্য নেতা হিসেবে রয়েছেন এসপি প্রধান অখিলেশ যাদব, তার স্ত্রী ও সাংসদ ডিম্পল যাদব, দলের সাংসদরারাজীব রাই, ইক্রা হাসান, প্রিয়া সরোজ প্রমুখ। তারা বিহারের নির্বাচনী প্রচারণায় সরাসরি ভূমিকা পালন করবেন এবং মহাগঠবন্দনের প্রার্থীদের জন্য জনমত গঠন ও সমর্থন জোগাবেন।

বাকি তারকা প্রচারকরা হলেন: কিরণময় নন্দা, আফজল আনসারি, আরদেশ প্রসাদ, বাবু সিং কুশবাহা, নরেশ উত্তম প্যাটেল, রামাশঙ্কর বিদ্যার্থী, লালজি বর্মা, ছোটেলাল খারবার, সনাতন পাণ্ডে, পাপ্পু নিশাদ, তেজ প্রতাপ সিং যাদব, ওম প্রকাশ সিং, কাশি যাদব এবং ধর্মেন্দ্র সোলাঙ্কি।

আযম খানের নামকে বিহারে প্রচারণার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা মূলত সংখ্যালঘু ভোটদাতাদের মন জয় করার কৌশল হিসেবে দেখা হচ্ছে। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। এটি তার এসপি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কোনো দল (যেমন জ্ঞঞ রাজভারের সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টি) সঙ্গে জোট বাঁধার সম্ভাবনা নিয়ে চলছিল কল্পনাকে শেষ করেছে।

নির্বাচনে -এর অংশগ্রহণ ব্যর্থ হওয়ায় তারা এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা করেছে এবং পশ্চিমাঞ্চল থেকে প্রার্থী মাঠে নামিয়ে মহাগঠবন্দনকে আঘাত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রার্থীরা প্রত্যাহারের সময়সীমা শেষ হওয়ায় বিহারে পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনী যাত্রা বিজেপির জন্য শক্তিশালী উদ্বোধন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, আর মহাগঠবন্দনের প্রার্থীসিপি ও ডেপুটি সিপিশুক্রবার থেকে পাটনা থেকে প্রচারণা শুরু করেছেন।

সিন্ধু জল চুক্তি অচল: আফগানিস্তানের বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা পাকিস্তানের উদ্বেগ বাড়ালো

কাবুল, ২৪ অক্টোবর: পহলগামে পাকিস্তান-প্রায়োজিত সন্ত্রাসী হামলার (এপ্রিল ২২) জবাবে ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করার কয়েক মাস পরে, এবার আফগানিস্তান কুনার নদীতে "যত দ্রুত সম্ভব" বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এই পদক্ষেপ ইসলামাবাদে উদ্বেগ তৈরি করতে পারে।

তালেবানের ডেপুটি তথ্যমন্ত্রী মুজাহের ফারাহী এক্স পেজে জানিয়েছেন, হিস এমিনেন্স আমীর আল-মুমিনিন নির্দেশ দিয়েছেন, পানি ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় কুনার নদীতে বাঁধ নির্মাণ শুরু করবে এবং চুক্তি স্বদেশী কোম্পানির সঙ্গে করবে, বিদেশী কোম্পানির জন্য অপেক্ষা করবে না।

এটি সেই কয়েক দিনের মধ্যে আসে যখন দুই দেশের মধ্যে কয়েক দিনের শত্রুতার পর সাময়িক স্থায়ী যুদ্ধবিরতি স্থাপন করা হয়েছে। চিত্রাল নদী, যা আফগানিস্তানে কুনার নদী নামেও পরিচিত, উত্তর পাকিস্তান ও পূর্ব আফগানিস্তানের মধ্যে ৪৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি নদী।

এটি চিলাস্তার হিমনদ থেকে উৎপন্ন হয়, যা পাকিস্তানের গিলগিট বাল্টিস্তান ও চিত্রাল সীমান্তে অবস্থিত।

আরান্দুতে এটি আফগানিস্তানে প্রবেশ করে এবং কুনার নদী নামে পরিচিত। পরে এটি নাঙ্গার হার প্রদেশে কাবুল নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। নদীটি হিন্দু কুশ পর্বতের বরফ ও তুষারের পানিতে পুষ্ট।

উল্লেখযোগ্য, কাবুল ও ইসলামাবাদের মধ্যে সম্পর্ক সম্প্রতি টানা উত্তেজনাপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে, কারণ দুরান্ড সীমান্তে কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে।

আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকীর ৯ অক্টোবর থেকে নিউ দিল্লিতে এক সপ্তাহব্যাপী সফর পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সফরের প্রথম দিনেই কাবুলে ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটে। পাকিস্তান অভিযোগ করছে, তালেবান নেতৃত্ব তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান সন্ত্রাসীদের আশ্রয় ও সহায়তা দিচ্ছে, যা তাদের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে। কয়েকজন পাকিস্তান আর্মি সদস্য এই হামলায় নিহত হয়েছে।

২০২১ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর আফগানিস্তানের বাস্তব শাসকরা পানির সার্বভৌমত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্ব জোর দিয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনও জল সহযোগিতা নেই। "সীমান্ত পেরিয়ে প্রবাহিত নয় নদীর মধ্যে কোনওটি নিয়ন্ত্রিত চুক্তি বা সংস্থান নেই," বলে মন্তব্য করেছে আন্তর্জাতিক জল ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট।

পূর্বেও পাকিস্তান আফগানিস্তানের জল সার্বভৌমত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দেখা যাচ্ছে, এই সমস্যা আগামী দিনে আরও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

কলকাতা হাইকোর্ট সুভেন্দু অধিকারীর ভবিষ্যৎ এফআইআর সুরক্ষা প্রত্যাহার

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর: শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা সুবেন্দু অধিকারীকে পুলিশি ভবিষ্যৎ এফআইআর থেকে আদালতের পূর্ব অনুমতি ছাড়া যে সুরক্ষা মিলেছিল তা প্রত্যাহার করেছে।

স্মরণযোগ্য, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন একক বিচারক জাস্টিস রাজশেখর মান্থা সুবেন্দু অধিকারীকে অস্থায়ী সুরক্ষা দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশে বলা হয়েছিল, ভবিষ্যতে পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর করার আগে আদালতের অনুমতি নিতে হবে।

জাস্টিস মান্থার দেওয়া এই সুরক্ষা ২৬টি ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর-এর অস্থায়ী স্থগিতাদেশের পাশাপাশি ছিল।

এর বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি আবেদন শুনছিল কলকাতা হাইকোর্টের আরেকটি একক বেঞ্চ, বিচারক জয় সেনগুপ্ত-এর নেতৃত্বে।

শুক্রবার বিচারক সেনগুপ্তের বেঞ্চ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, এবং বিরোধী দলের নেতাকে প্রদত্ত ভবিষ্যৎ এফআইআর থেকে আদালতের অনুমতি ছাড়া সুরক্ষা প্রত্যাহার করা হয়।

বিচারক সেনগুপ্ত বলেন, আগে প্রদত্ত সুরক্ষা ছিল অস্থায়ী ব্যবস্থা, যা সীমাহীন সময়ের জন্য চালিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, যদি অধিকারীর আইনজীবীদের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য থাকে, তারা অক্টোবর ২৭-এর মধ্যে বেঞ্চের কাছে তা জমা দিতে পারেন।

অসম মন্ত্রিসভা চা জাতি, মোরান, মতক ও অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়কে দুই সন্তানের নীতি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে

গৌহাটি, ২৪ অক্টোবর: অসম মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে চা জাতি, মোরান, মতক এবং নির্ধারিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য রাজ্যের জনসংখ্যা নীতির দুই সন্তানের সীমা প্রযোজ্য হবে না। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গৌহাটি লোকসেবা ভবন-এ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে, যার সভাপতিত্ব করেন উত্তর-পূর্ব ভারতের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী শর্মা বলেন, আমরা এই চারটি ক্ষুদ্র আদি সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে দুই সন্তানের নীতি শিথিল করেছি। তাদের জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ করলে ভবিষ্যতে তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি হতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নেওয়ার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই নীতি এই চারটি সম্প্রদায়ের জন্য শিথিল করতে হবে।

বৈঠকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আসন্ন নভেম্বর অধিবেশনে অসম বিধানসভায় তিওয়ারি কমিশনের ১৯৮৩ সালের নেল্লি হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত রিপোর্ট উপস্থাপন করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, অসম পেট্রো-কেমিক্যালস লিমিটেডের ৫০০ টিপিডি মিথানল প্ল্যান্ট এবং ২০০ টিপিডি ফর্মালিন প্ল্যান্টের প্রকল্প ব্যয় ১,৭০৯.১৮ কোটি থেকে ২,২৬৭.২২ কোটি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার জন্য রাজ্য সরকার অতিরিক্ত ইক্যুইটি প্রদান করবে। চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য ল্যান্ড পাট্টা জারি করার প্রাথমিক অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা খাতে, সমগ্র শিক্ষা অভিযান বিশেষ নিয়োগের অধীনে শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা সময় ৫ বছর থেকে ৩ বছরে হ্রাস করা হয়েছে, যা প্রায় ৩,০০০ শিক্ষকের উপকার করবে। এছাড়াও, পুরুষ শিক্ষকদের স্থানান্তরের পূর্বে বাধ্যতামূলক সেবা সময় ১০ বছর থেকে ৭ বছরে হ্রাস করা হয়েছে।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
আগরতলা : ত্রিপুরা

২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক Practical পরীক্ষা সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয়প্রধানদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে,

(১) ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিকের Vocational এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের Practical পরীক্ষা আগামী ১৭-১১-২০২৫ থেকে ০৬-১২-২০২৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

(২) মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিকের Practical পরীক্ষার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ০৩-১১-২০২৫ থেকে ০৭-১১-২০২৫ তারিখের মধ্যে (সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত) পর্ষদ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য বিদ্যালয়প্রধান বা তাঁর প্রত্যয়িত প্রতিনিধিদের Authorisation Letter নিয়ে আসতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(৩) মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিকের Practical পরীক্ষার Fee বিষয় প্রতি ৭৫ টাকা হারে জমা দেওয়া Bank Challan-এর 'Board's Copy' পর্ষদের Practical Exam Section-এ জমা দিতে হবে।

(৪) উচ্চতর মাধ্যমিক Practical, উচ্চতর মাধ্যমিক Vocational এবং মাধ্যমিক Vocational পরীক্ষার Bank Challan- আলাদা আলাদা ভাবে জমা দিতে হবে।

(৫) Practical পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পর্ষদের Practical Exam Section-এ Practical পরীক্ষার উত্তরপত্র এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র (Marks Foil-এর Photo copy সহ) জমা দিতে হবে।

(৬) আগামী ০৯-০১-২০২৬ থেকে ৩১-০১-২০২৬ তারিখের মধ্যে Online-এ 7M / 7H Form Fill up করার সময় Practical Marks Upload করার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আবারও অনুরোধ করা হচ্ছে। Final Submission করার আগে 7M/7H এর verification sheet-গুলির printout নিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে পর্ষদ অফিসে জমা দিতে হবে। Online-এ practical marks upload করার পর তা কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না।

(৭) Marks Foil-এ উল্লেখিত ছাত্রছাত্রী ছাড়া অন্য কোনো পরীক্ষার্থীর Practical পরীক্ষা গ্রহন করতে হলে পর্ষদ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে।

ICA/D-1209/25

(ড. দুর্লাল দে)
সচিব, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

এনআইটি মেঘালয় ও এনইএসএসি মিলিতভাবে সোহরায় ৫জি ও ৬ জি সংযোগ শক্তিশালী করবে

সোহরা, ২৪ অক্টোবর: বিশ্বের সবচেয়ে বর্ষায় আবদ্ধ স্থান সোহরায় ৫জি ও ৬ জি নেটওয়ার্ক সংযোগ বাড়ানোর জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মেঘালয় ও নর্থ ইস্টার্ন স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার যৌথ উদ্যোগ শুরু করেছে।

স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের পর, গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন যে এলাকার অসাধারণ বড় বৃষ্টির বিন্দু উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি যোগাযোগ সংকেতকে প্রভাবিত করে, যা নেটওয়ার্কের নির্ভরযোগ্যতার জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।

এনআইটি মেঘালয়ের ডিন (একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স) ড. অনুপ দান্দপত বলেছেন, আমরা ভারী বৃষ্টিকে বাধা হিসেবে দেখছি না, বরং এটিকে একটি প্রাকৃতিক ল্যাবরেটরি হিসেবে ব্যবহার করছি। প্রতিটি বৃষ্টির বিন্দু কীভাবে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সংকেতের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে তা বোঝা আমাদের জন্য বর্ষাপ্রবণ এলাকায় আরও অভিযোজনযোগ্য ও টেকসই নেটওয়ার্ক ডিজাইন করার সুযোগ দিচ্ছে। এই প্রকল্পটি মূলত চরম বৃষ্টিপাতের সংকেত প্রেরণের ওপর প্রভাব অধ্যয়ন এবং বৃষ্টি-সহিষ্ণু যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেছে। এটি বিশেষভাবে দূরবর্তী ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো বর্ষাকালে প্রায়শই যোগাযোগ সমস্যার মুখোমুখি হয়।

শুক্রবার সিপিআইএমের গণঅবস্থান মঞ্চে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা।

কাজের সন্ধান

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৫৩২ এপ্রেন্টিস নিয়োগ আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ইউকো ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৩২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিএড/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বর/ জানুয়ারিতে, আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৫৩২ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩০ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্তবুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতেহবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতেনা পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং এইচ ও/ এইচ.আর.এম/ আরইসিআর/ ২০২৫-২৬/ সিওএম-০৩, তারিখ ২১-১০-২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-১০-২০২৫-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী,প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতেপারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিকপ্রতিবন্ধী,প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। মোট শূন্যপদ ৫৩২টির মধ্যে ২২৯টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৯৮টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৪৫টি এসটিপ্রার্থীর জন্য, ১৩২টিপদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ২৮টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ১২টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। ১০০টিপ্রশ্ন, সময় এক ঘন্টা। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটি এন্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে;প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার প্রায় ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। এপ্রেন্টিসের সময়কাল ১ বছর। এপ্রেন্টিস চলাকালীন সময়ে ১৫,০০০ টাকা হারে সাম্মানিক স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে। যিনি যে রাজ্যেই পরীক্ষা দেবেন, সেই রাজ্যেই নিয়োগ হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্কে **এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট হতে হবে, জিডিএস পদে কর্মরত হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এস.ই.বি.আই অর্থাৎ সেবি-তে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট, পিজি হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরায় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে **গ্র্যাজুয়েট টিচার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিআরবিটি পরিচালিত টেট পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৭০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট নম্বর সহ গ্র্যাজুয়েট/ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ, সঙ্গে বিএড পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা ২১ ডিসেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৩২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিএড/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বর/ জানুয়ারিতে, আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* সেবি-তে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট, পিজি হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৭৫৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বর/ জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,০৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ নভেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রেল মন্ত্রকের অধীনে **স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। * বিএসএফ-এ **কনস্টেবল, জিডি, স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ নভেম্বর, লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, র‍্যালীর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ওএনজিসি-তে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কোলফিল্ডে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফোরম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ নভেম্বর, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকে অর্থাৎ রাইটস-এ **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ (ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট হতে হবে, জিডিএস পদে কর্মরত হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্র্যাজুয়েট টিচার (ত্রিপুরা),**
টিআরবিটি পরিচালিত টেট পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৭০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট নম্বর সহ গ্র্যাজুয়েট/ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ, সঙ্গে বিএড পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা ২১ ডিসেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৩২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিএড/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বর/ জানুয়ারিতে, আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, অফিসার (সেবি),**
শূন্যপদ ঃ ১১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট, পিজি হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৭৫৬৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বর/ জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২,০৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ নভেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ নভেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, জিডি, স্পোর্টস কোটা (বিএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ৩৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ নভেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, র‍্যালীর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ওএনজিসি),**
শূন্যপদ ঃ ২৬২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফোরম্যান (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৫৪৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ নভেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (রাইটস্),**
শূন্যপদ ঃ ৬০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

কেন্দ্রীয় পুলিশে ৭৫৬৫ কনস্টেবল শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে নিয়োগের ক্ষেত্রে দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়ানো হয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। এসএসসি বা স্টাফ সিলেকশন কমিশন পরীক্ষার মাধ্যমে দিল্লি পুলিশে কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৭,৫৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স তাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বর/ জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, কেন্দ্রীয় পুলিশে অর্থাৎ দিল্লি পুলিশে ৭,৫৬৫ জন কনস্টেবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট কোটা অনুযায়ী ৭,৫৬৫ জন তরুণ-তরুণী নিয়োগ করা হবে। মহিলারাও আবেদন করতে পারেন, মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কোটা রয়েছে। নিয়োগ করবে দিল্লি পুলিশ। এসএসসি পরিচালিত কনস্টেবল (এক্সিকিউটিভ) মেইল এন্ড ফিমেল ইন দিল্লি পুলিশ এগজামিনেশন-২০২৫ পরীক্ষার মাধ্যমে। পুরুষ-মহিলা উভয় ক্ষেত্রেই প্রার্থীদের বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। এসসি/ এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩০ বছর। বিধবা বা বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায় ১০ বছরের ছাড় রয়েছে। এক্স-সার্ভিসম্যানদের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিশেষ ছাড়। শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৫ সেমি। তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮২ সেমি (তফশিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭৩ ও ৭৭ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৭ সেমি। তফশিলি উপজাতি অথবা তফশিলি জাতিদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি। সবক্ষেত্রেই ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬ এবং ৬/৯। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, তীর্যক চাউনি থাকলে আবেদন করবেন না। রং চেনার উচ্চ ক্ষমতা থাকা দরকার। মূল মাইনে স্তর-৩ পে মেট্রিক্স অনুযায়ী ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা। শূন্যপদের বিভাজনঃ ক্রমিক নং (১)ঃ পদের নাম কনসেটবল (এক্সিকিউটিভ)-পুরুষঃ অসংরক্ষিত ১৯১৪, ইডব্লিওএস ৪৫৬, ওবিসি ৯৬৭, এসসি ৭২৯ এবং এসটি ৩৪২টি। মোট ৪৪০৮টি। ক্রমিক নং (২)ঃ পদের নাম কনসেটবল (এক্সিকিউটিভ) - পুরুষ (এক্স-সার্ভিসম্যান, অন্যান্য) ঃ অসংরক্ষিত ১০৭, ইডব্লিওএস ২৬, ওবিসি ৫৪, এসসি ৬২ এবং এসটি ৩৬টি। মোট ২৮৫টি। ক্রমিকনং (৩)ঃ পদের নাম কনস্টেবল (এক্সিকিউটিভ) - পুরুষ (এক্স-সার্ভিসম্যান, কমান্ডো) ঃ অসংরক্ষিত ১০৬, ইডব্লিওএস ২৫, ওবিসি ৫৬, এসসি ১৩৮ এবং এসটি ৫১টি। মোট ৩৭৬টি। ক্রমিক নং (৪)ঃ পদের নাম কনসেটবল (এক্সিকিউটিভ) - মহিলা ঃ অসংরক্ষিত ১০৪৭, ইডব্লিওএস ২৪৯, ওবিসি ৫৩১, এসসি ৪৫৭ এবং এসটি ২১২টি। মোট ২৪৯৬টি। সামগ্রিক হিসেবে অসংরক্ষিত ৩১৭৪, ইডব্লিওএস ৭৫৬, ওবিসি ১৬০৮, এসসি ১৩৮৬ এবং এসটি ৬৪১টি। মোট ৭৫৬৫টি। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৩১ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবি (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) ও সই (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন, পরে তা আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতেনা পারলে সেভ করে রাখবেন, তহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা (সিবিটি), শারীরিক সক্ষমতা ও শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা (পিই এন্ড এমটি), ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা। কার, কবে পরীক্ষা, সেটা কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় থাকবে অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিক প্রশ্ন, মোট ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। সময় পাবেন দেড় ঘন্টা অর্থাৎ ৯০ মিনিট। ভুল উত্তরের জন্য কোনও নম্বর কাটা যাবে না, অর্থাৎ কোনও নেগেটিভ মার্কিং নেই। পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের প্রশ্নপত্রে থাকবে ৫টি পার্ট। পার্ট-(এ): জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ের মোট ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন। পার্ট-(বি): কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড বিষয়ের মোট ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন। পার্ট-(সি): জেনারেল ইন্টেলিজেন্স -এর মোট ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। পার্ট-(ডি): ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের বিষয়ে মোট ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। পার্ট-(এফ): কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস-এর বিষয়ে মোট ১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন। এতে সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৬ মিনিটে ১৬০০ মিটার দৌড়, ৩টি সুযোগে সাড়ে ১৪ ফুট লং জাম্প, ৩টি সুযোগে ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি হাই জাম্প। মহিলাদের ক্ষেত্রে থাকবে ৮ মিনিটে ১৬০০ মিটার দৌড়, ৩টি সুযোগে ১০ ফুট লং জাম্প, ৩টি সুযোগে ৩ ফুট হাই জাম্প। এবিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। তবে সবশেষে রয়েছে ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

অনলাইনে ১৭৬৩ জন এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেলে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১৫,০০০টি হলেও নর্থ-ওয়েস্টার্ণ রেল বা উত্তর-পশ্চিম রেলওয়েতে ২,০৯৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ নভেম্বর। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা নর্থ-ওয়েস্টার্ণ রেল বা উত্তর-পশ্চিম রেলওয়েতে আজমির, বিকানীর, জয়পুর, যোধপুর ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ২ নভেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২ নভেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১৫,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে বিশেষ করে নর্থ-ওয়েস্টার্ণ রেল বা উত্তর-পশ্চিম রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০২-১১-২০২৫-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এনডব্লিওআর/ এক্ট এপ্রেন্টিস/ ০৪/২০২৫। তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — আজমীর ডিআরএম অফিসে মোট আসন ৪২৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৭৩টি, ওবিসি'র জন্য ১১৪টি, এসসি'র জন্য ৬৪টি, এসটি'র জন্য ৩৩টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪২টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৭টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৩টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। বিকানীর ডিআরএম অফিসে মোট আসন ৪৭৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৯৩টি, ওবিসি'র জন্য ১২৮টি, এসসি'র জন্য ৭২টি, এসটি'র জন্য ৩৫টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪৭টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১০টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৩টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। জয়পুর ডিআরএম অফিসে মোট আসন ৫৪৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২২১টি, ওবিসি'র জন্য ১৪৭টি, এসসি'র জন্য ৮২টি, এসটি'র জন্য ৪১টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৫৪টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ২১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৭টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। যোধপুর ডিআরএম অফিসে মোট আসন ৪৫০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৯৪টি, ওবিসি'র জন্য ১২০টি, এসসি'র জন্য ৬৫টি, এসটি'র জন্য ২৯টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪২টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৬টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৪টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। আজমীর বিটিসি, ক্যারেজে মোট আসন ৬৮টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৯টি, ওবিসি'র জন্য ১৮টি, এসসি'র জন্য ১১টি, এসটি'র জন্য ৪টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৬টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। আজমীর বিটিসি, ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে মোট আসন ২৯টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১২টি, ওবিসি'র জন্য ৮টি, এসসি'র জন্য ৪টি, এসটি'র জন্য ২টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। আজমীর বিটিসি লোকো অফিসে মোট আসন ৬৮টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৮টি, ওবিসি'র জন্য ১৯টি, এসসি'র জন্য ১১টি, এসটি'র জন্য ৫টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৫টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। বিকানীর ক্যারেজ ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৪টি, ওবিসি'র জন্য ৯টি, এসসি'র জন্য ৫টি, এসটি'র জন্য ২টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। যোধপুর ক্যারেজ ওয়ার্কশপে মোট আসন ৬৮টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৪টি, ওবিসি'র জন্য ১৮টি, এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৫টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। অন্যান্য ডিভিশন, ওয়ার্কশপ, ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দেখে নিতে হবে।

শান্তিরবাজারে আহতদের দেখতে শুক্রবার জিবিপি হাসপাতালে যান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

জাতিসংঘে সব ঠিক নেই, সিদ্ধান্তগুলো বৈশ্বিক অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রী জয়শঙ্কর

নতুন দিল্লি, ২৪ অক্টোবর: ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বলেছেন, জাতিসংঘের মধ্যে সব ঠিক নেই এবং এর সিদ্ধান্তগুলো বৈশ্বিক অগ্রাধিকারের সঙ্গে খাপ খায় না। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখান, কীভাবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একটি সদস্য দেশ এপ্রিল ২২-এর পাহালগাম হামলার দায়ী সন্ত্রাসী সংগঠনকে রক্ষা করেছে।

শুক্রবার নতুন দিল্লিতে জাতিসংঘের ৮০তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য ডাকটিকিট প্রকাশের অনুষ্ঠানে জয়শঙ্কর ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। তিনি জাতীয় রাজধানীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চিফস অফ আর্মি স্টাফ কনক্লেভ-এর কথা উল্লেখ করেন, যেখানে ৩০টি ট্রুপ-কন্টিবিউটিং দেশের অংশগ্রহণ ছিল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘে সব ঠিক নেই। এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে না এবং বৈশ্বিক অগ্রাধিকারগুলোতে মনোযোগ দেয় না। আলোচনাগুলো ক্রমেই মেরুকৃত হয়েছে এবং কার্যপ্রণালী স্পষ্টভাবে স্থবির।

তিনি আরও বলেন, কোনও অর্থবহ সংস্কারকেই নিজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করা হয়। আর্থিক সীমাবদ্ধতাও এখন একটি বড় উদ্বেগ। জাতিসংঘকে পুনর্গঠন চেষ্টার সময় কিভাবে টেকসই রাখা যায়, এটি আমাদের সকলের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সন্ত্রাসের প্রতিক্রিয়া জাতিসংঘের জন্য যে চ্যালেঞ্জ, তার স্পষ্ট উদাহরণ হলো, যখন নিরাপত্তা পরিষদের একজন সদস্য খোলাখুলি সেই সংগঠনকে রক্ষা করে, যা পাহালগাম হামলার দায় স্বীকার করেছে। এটি বহুপাক্ষিকতার বিশ্বাসযোগ্যতাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

জয়শঙ্কর বলেন, যদি সন্ত্রাসের শিকার ও দায়ীদের বৈশ্বিক কৌশলের নামে সমানভাবে দেখা হয়, তখন বিশ্ব কতটা আচরণ করতে পারে, তা অনুমেয়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজ যদি মুখোশের কথায় সীমাবদ্ধ থাকে, তবে উন্নয়ন ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির অবস্থা আরও গুরুতর।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এজেন্ডা ২০৩০-এর ধীরগতি বৈশ্বিক দক্ষিণের দুঃখের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। বাণিজ্য ব্যবস্থা, সরবরাহ শৃঙ্খল নির্ভরতা বা রাজনৈতিক আধিপত্যসব ক্ষেত্রেই সমস্যা রয়েছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিকীতে আমরা আশা হারাতে পারি না। বহুপাক্ষিকতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি দৃঢ় থাকা উচিত। জাতিসংঘ যতোই ত্রুটিপূর্ণ হোক, আমরা এর পাশে থাকব। আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় আমাদের বিশ্বাস পুনর্নবীকরণ করা উচিত।

জয়শঙ্কর উল্লেখ করেন, বর্তমান সংঘর্ষগুলোর ফলে মানবজীবন ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মঙ্গল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি ভারত সরকারের জাতিসংঘের বহুপাক্ষিকতার প্রতি দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, আজও আমরা বহু বড় সংঘর্ষের সাক্ষী হচ্ছি, যা শুধুমাত্র মানবজীবনের ক্ষতি করছে না, বরং সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কল্যাণকেও প্রভাবিত করছে। বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথ এর ব্যথা বেশি অনুভব করছে। ৮০তম বার্ষিকী যে কোনও প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন।

জয়শঙ্কর যোগ করেন, জাতিসংঘ দিবসে আমি শান্তি ও নিরাপত্তা, পাশাপাশি উন্নয়ন ও অগ্রগতির আদর্শে ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি। ভারত সর্বদা জাতিসংঘ ও বহুপাক্ষিকতার শক্তিশালী সমর্থক থাকবে। আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে এবং প্রথম দিন প্রকাশিত ডাকটিকিটও সেই দিকটি তুলে ধরেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে বাস অগ্নিকাণ্ডে উচ্চ স্তরের তদন্তের দাবি কর্ণাটক উপ-মুখ্যমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ২৪ অক্টোবর: অন্ধ্র প্রদেশের কুর্নুল জেলায় শুক্রবার ঘটে যাওয়া বাস অগ্নিকাণ্ডে ১৯ জনের মৃত্যু হওয়ার পর কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমার উচ্চ-স্তরের তদন্তের দাবি করেছেন।

বেনগালুরুতে বিধানসভা ভবন, বিধানসৌধে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শিবকুমার বলেন, এই দুর্ঘটনায় ক্ষুদ্রদুষ্টি বা অবহেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি একটি পূর্বের ঘটনার উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন, গত সপ্তাহে একটি প্রাইভেট অপারেটরের বাস বেঙ্গালুরু থেকে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছিল এবং আন্ধ্রপ্রদেশ অঞ্চলে আগুন ধরে যায়। সম্প্রতি আমি রায়চুরে গিয়েছিলাম, মানুষ আমাকে ভিডিও দেখিয়েছে। একজন পার্টির জেলা সভাপতি চালকের কাছে গিয়ে চিৎকার করেছিলেন এবং তাকে ঘাড় ধরে সতর্ক করেছিলেন। সব যাত্রী সময়মতো নামতে পেরেছিলেন। প্রায় ২০ জন মেডিকেল ছাত্র ছিলেন, সৌভাগ্যবশত সবাই ক্ষুদ্র আঘাত নিয়ে নিরাপদে বাঁচলেন, তবে তাদের ল্যাপটপ হারিয়েছিল।

শিবকুমার অভিযোগ করেন, সেই ঘটনার পরও যথাযথ সতর্কতা নেওয়া হয়নি এবং পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তিনি আরও বলেন, তিনি রামালিঙ্গা রেড্ডি (পরিবহন মন্ত্রী) ও জি. পারমেশ্বর (গৃহ মন্ত্রী)-কে এই ঘটনা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ পরিবহন অপারেটর বেঙ্গালুরু থেকে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী আন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের প্রতি গভীর তদন্ত ও যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে বেঁচে আসা সফটওয়্যার পেশাজীবী বেনু, যিনি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাসে ছিলেন, বলেন, আমরা জরুরি জানালা ভেঙে পালাতে পেরেছিলাম। তবে যারা আমাদের চোখের সামনে মারা গেলেন, তাদের বাঁচাতে পারিনি। কিছুই করতে পারিনি।

বেনু আরও বলেন, আমি আমার বোনের কাছে যাওয়ার পর বেঙ্গালুরু ফিরছিলাম। রাত ৩টায় বাস থেমে যায়, পরে যখন আবার চলতে শুরু করে, তখন আগুন ধরে যায়। আমাদের শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে যায়।

জম্মু ও কাশ্মীরে চার রাজ্যসভা আসনের ভোটগ্রহণ শুরু

শ্রীনগর, ২৪ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরে চারটি রাজ্যসভা আসনের ভোটগ্রহণ শুক্রবার শ্রীনগরের বিধানসভা কমপ্লেক্সে শুরু হয়েছে। শাসক ন্যাশনাল কংফারেন্সের বিধায়করা প্রথমে ভোট প্রদান করেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অগ্রগতি হিসেবে, জম্মু ও কাশ্মীর কংগ্রেস রাজ্যসভা নির্বাচনে এনসি প্রার্থীদের সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় বৃহস্পতিবার রাত শ্রীনগরে জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের পর।

জেডকে-পিসি-সির সভাপতি এবং সিনিয়র কংগ্রেস নেতা তারিক হামিদ কারা ঘোষণা করেছেন, সব ছয় কংগ্রেস বিধায়ক এনসি প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেবেন।" তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বিজেপিকে পরাজিত করা কংগ্রেস-এনসির যৌথ লক্ষ্য।

রাজ্যসভা নির্বাচনের ফলাফল দলের জোটের শক্তি পরীক্ষা করবে এবং রাজনৈতিক শিবিরের ভিতরে থাকা ফাটলগুলো প্রকাশ করবে। এনসির চার প্রার্থী হলেন: মোহাম্মদ রমজান চৌধারি, সাজাদ কিচলু, শামী ওবেরয় এবং ইমরান নবি দার।

প্রাথমিক ভোট বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এনসির তিন আসনে এগিয়ে, আর বিজেপি চতুর্থ আসনে এগিয়ে। পিডিপি এনসি-কে সমর্থন জানিয়েছে তৃতীয় আসনে। জম্মু ও কাশ্মীরের ৯০ জন বিধায়ক ভোটাধিকারী, এবং এই ভোটগ্রহণ প্রায় ১০ বছরের বিরতির পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কারণ ফেব্রুয়ারি ২০২১-এর পর জম্মু ও কাশ্মীরে সক্রিয় বিধানসভা ছিল না।

মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি তথ্য প্রকাশের আগে স্বর্ণ ও রুপার দামে পতন

মুম্বই, ২৪ অক্টোবর : শুক্রবার সকালে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে স্বর্ণ ও রুপার দামে পতন লক্ষ্য করা গেছে। বিনিয়োগকারীরা এখন নজর রাখছেন আজ প্রকাশিত হতে চলা মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি তথ্যের দিকে, যা বাজারে দিক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন এমসিএক্স-এ ডিসেম্বর ডেলিভারির স্বর্ণ ফিউচার ০.৪৪ শতাংশ কমে প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৩,৫৫২-এ নেমে আসে। অপরদিকে, রুপার ডিসেম্বর ফিউচার ০.৯৮ শতাংশ কমে প্রতি কেজিতে ১,৪৭,০৫২-এ লেনদেন হয়।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, নয় সপ্তাহ ধরে চলা স্বর্ণের উর্ধমুখী ধারা ভাঙতে চলেছে, কারণ ব্যাপক বিক্রির চাপে রেকর্ড উচ্চতা থেকে দাম নামছে।

তাঁদের বক্তব্য, মূল্যায়ন অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় বিনিয়োগকারীরা মুনাফা তুলে নিচ্ছেন। পাশাপাশি মার্কিন-চীন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আশাবাদ এবং ডলারের শক্তিশালী অবস্থানও স্বর্ণের দামে চাপ তৈরি করেছে।

বিশ্লেষকরা আরও বলেন, বাজারের নজর এখন মার্কিন ভোক্তা মূল্য সূচক রিপোর্ট, সম্ভাব্য সরকারি শাটডাউন সংক্রান্ত আপডেট, এবং আগামী সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের দিকে। এর আগে চলতি সপ্তাহেই স্বর্ণ গত পাঁচ বছরে সবচেয়ে বড় একদিনের পতন দেখেছেএকই দিনে ৫ শতাংশের বেশি কমেছে দাম।

যদিও সাম্প্রতিক সংশোধনের পরও, এ বছর এখন পর্যন্ত স্বর্ণের দাম ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মূলত বৈশ্বিক বাণিজ্য উত্তেজনা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে।

আন্তর্জাতিক বাজারে শুক্রবার ভোরে স্পট গোল্ড ০.২ শতাংশ কমে প্রতি আউন্সে ৪,১১৮.৬৮ ডলার-এ পৌঁছেছে, যা টানা দশ সপ্তাহের পর প্রথম সাপ্তাহিক পতন। এই সপ্তাহে স্বর্ণের দাম প্রায় ৩ শতাংশ কমেছে যা মে মাসের পর সর্বাধিক সাপ্তাহিক পতন।

একই সঙ্গে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হওয়ায় স্বর্ণের দামে চাপ পড়েছে, কারণ ডলার সূচক টানা তৃতীয় দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে। শক্তিশালী ডলার অন্যান্য মুদ্রাধারীদের জন্য স্বর্ণকে আরও ব্যয়বহুল করে তোলে। মার্কিন সিপিআই রিপোর্টে সেপ্টেম্বর মাসের মূল মুদ্রাস্ফীতি হার ৩.১ শতাংশে স্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই রিপোর্টটি আগেই সাময়িক সরকারি শাটডাউনের কারণে বিলম্বিত হয়েছিল।

এছাড়া বিনিয়োগকারীরা ধারণা করছেন, আগামী সপ্তাহে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ ২৫ বেসিস পয়েন্ট সুদের হার কমাতে পারে। সাধারণত, সুদের হার কমলে স্বর্ণের চাহিদা বাড়ে, কারণ এতে এই বিনিয়োগ-ফলহীন সম্পদটির সুযোগমূল্য কমে যায়।

আইটিবিপি প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ -এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বাহিনীর সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

সকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে শাহ লেখেন, জাতির সুরক্ষায় নিরলসভাবে নিয়োজিত সকল হিমবীরদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। দুর্গম পর্বতশ্রেণি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও আপনারা দেশের সুরক্ষা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।তিনি আরও বলেন, আমি সেই সব বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, যারা দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের ত্যাগ চিরকাল আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ বাহিনী ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল দায়িত্ব হল ভারত-চীন সীমান্ত পাহারা দেওয়া এবং সীমান্ত অঞ্চলে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

প্রতিবছর ২৫ অক্টোবর আইটিবিপি প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়, যেখানে দেশজুড়ে বাহিনীর বীরত্ব ও অবদানকে স্মরণ করা হয়।

ভিপি রাধাকৃষ্ণন সেশেলসের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন

নতুন দিল্লি, ২৪ অক্টোবর: ভারতের উপ রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন ২৬ অক্টোবর থেকে দুই দিনের সফরে সেশেলস যাচ্ছেন। ভারতের পক্ষ থেকে তিনি সেশেলসের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি প্যাট্রিক হারমিনি-র শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। সেশেলস সরকারের আমন্ত্রণে এই সফরে উপ রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন হারমিনিকে ভারতের শুভেচ্ছা জানান এবং দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী, ঘনিষ্ঠ ও পরীক্ষিত সম্পর্ককে পুনর্ব্যক্ত করবেন। বিদেশ মন্ত্রণালয়ের শুক্রবার প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সেশেলস ভারতের ভিশন মহাসাগরএবং গ্লোবাল সাউথে ভারতের অঙ্গীকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। এই সফর ভারতের প্রতিশ্রুতি আরও দৃঢ় ও সম্প্রসারণের প্রমাণ। ভারতের সাথে সেশেলসের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মূল বৈশিষ্ট্য হলো ইতিহাসভিত্তিক সংযোগ এবং সেশেলসের নিরাপত্তা ক্ষেত্রে ভারতের ধারাবাহিক সহায়তা। দুই দেশের সম্পর্ক বন্ধুত্ব, বোঝাপড়া ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিদেশ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ১৭৭০ সালে পাঁচজন ভারতীয় সেশেলসে পৌঁছায়, যাঁরা প্রাথমিকভাবে চাষের শ্রমিক হিসেবে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সাতজন আফ্রিকান দাস এবং ১৫ জন ফরাসি ঔপনিবেশিক, যাঁদেরই রেকর্ড অনুযায়ী দ্বীপপুঞ্জের প্রথম বসবাসকারীরা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেসেলসের স্বাধীনতা ১৯৭৬ সালে লাভের পর ভারত এবং সেশেলসের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ২৯ জুন ১৯৭৬-এ সেশেলস স্বাধীনতা লাভের দিনে ইনডিয়ান নেভাল শিপ নীলগিরি-র একটি দল স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে অংশ

শান্তিরবাজারের ক্ষতিগ্রস্তদের

● প্রথম পাতার পর

দোকানদার ও সাধারণ মানুষের পাশে সরকার দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত হওয়ার পর দ্রুত সহায়তা ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

বন্‌ধের নামে রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

"বনধের নামে রাজ্যে ষড়যন্ত্র চলছে। সালেমা ব্লকের বিডিও ও এক ইঞ্জিনিয়ারের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।"

তিনি আরও বলেন, "যারা এই নৃশংস ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।" এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও দোষীদের শনাক্ত করে শাস্তি প্রদান করবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

বিজেপির অন্তঃকোন্দলের

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক লাভা লাভের স্বার্থে রাজ্যে ৮০ - র পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে চাইছে। বনধের আহ্বায়ক সহ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত মামলা গ্রহণ করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক। এভাবে চলতে দেওয়া যায় না, এই ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী যেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার দাবি জানান বিধায়ক।

এদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে তিনি অন্ত:কলহের অভিযোগ তোলেন। বিধায়কের দাবি, দলীয় অন্তঃকলহের জেরেই এই ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে। বর্তমানকে কালিমালিপ্ত করার জন্য প্রাক্তনের এহেন পদক্ষেপ বলেও কটাক্ষ করেন কংগ্রেস বিধায়ক।

তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, জনগণের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যই তিনি দায়িত্বে রয়েছেন। তাই প্রশাসনের সামনে সাধারণ মানুষ মার খাচ্ছেন, তাদের জীবন সম্পত্তিহানি হচ্ছে তা মেনে নেওয়া যায় না। গোটা ঘটনা পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। তাই পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আবেদন করেন তিনি। বিধায়কের কথায়,'পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড দিন, পুলিশ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক হবে'। ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন বিধায়ক। পাশাপাশি যাদের সম্পত্তিহানি হয়েছে তদন্ত সাপেক্ষে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

বিধায়ক রঞ্জিতের

● প্রথম পাতার পর

স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হোক।

গৌরাঙ্গ রৌদ্র পাল আরও জানান, যদি তদন্তে প্রমাণিত হয় যে রঞ্জিত দেববর্মা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশি নাগরিক, তবে তার বিধানসভার সদস্যপদ অবিলম্বে খারিজ করতে হবে এবং আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অভিযোগ শুধুমাত্র সামাজিক মাধ্যমে সীমাবদ্ধ না রেখে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য সরকারের কাছে লিখিত দাবিপত্র জমা দেবে। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

পড়ুয়াদের উপর পুলিশি

● প্রথম পাতার পর

রামরাইবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক বদলির দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশের অমানবিক আক্রমণের প্রতিবাদে আজ দক্ষিণ জেলার এসপি অফিস ঘেরাও করল এনএসইউআই। ছাত্রনেতা আমির হোসেনের নেতৃত্বে এদিনের বিক্ষোভে সংগঠনের বহু কর্মী ও ছাত্রছাত্রী অংশ নেন।

বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ তোলেন, শিক্ষক বদলির দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনরত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশ বর্বর লাঠিচার্জ চালায়। শুধু তাই নয়, বিজেপি দলের কিছু তথাকথিত নেতা ও স্থানীয় মাফিয়ারা পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিকভাবে হেনস্থা ও টানাহেঁচড়া করে।

এনএসইউআই নেতৃত্বের বক্তব্য, "ছাত্রছাত্রীদের উপর এই বর্বর আক্রমণ অত্যন্ত নিন্দনীয়, অপ্রত্যাশিত ও গণতন্ত্রবিরোধী। এটি সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন।"

তারা দাবি জানান, ঘটনায় জড়িত যে পুলিশ অফিসারের নাম ছাত্রছাত্রীদের মুখ থেকে উঠে এসেছে, তাকে অনতিবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, কাদের নির্দেশে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে সেই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে জনগণের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে।

তাদের আরও দাবি, যারা বিজেপির পরিচয়ে ছাত্রছাত্রীদের আক্রমণ করেছে, সেই সকল দোষীদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহন করে দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে।

এনএসইউআই নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের উপর এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংঘটিত হবে, যতদিন না দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত হচ্ছে।"

অপরদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জোলাইবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত রামরাইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভে অংশ নেয়। কিন্তু অভিযোগ, এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ অযথা লাঠিচার্জ চালায়।

আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, পুলিশ তাদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন, ধাক্কাধাক্কি, স্কুল ইউনিফর্ম ছিঁড়ে ফেলা, এমনকি লাঠি দিয়ে শরীর ও মাথায় আঘাত করেছে। এই ঘটনায় বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী আহত হয়, যাদের মধ্যে প্রায় ১২ জন গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ প্রশাসনের এই অমানবিক আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের নিকট একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এআইডিএসও -র নেতৃত্ব দাবি করেছেন, ছাত্রছাত্রীদের উপর নৃশংস আক্রমণে জড়িত পুলিশের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, আহত ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ চিকিৎসার দায়ভার সরকারকে বহন করতে হবে বলেও দাবি তোলেন তারা।

মথার অস্বিত্ব

● প্রথম পাতার পর

আন্দোলনের নামে একটা কলঙ্ক। শুনেছি যে, গলার হার পর্যন্ত ছিনতাই করা হয়েছে। এটা কোন ধরণের আন্দোলন? ঘটনার জেরে আইন মেনে পুলিশ যা করার করবে। অভিযুক্তদের শাস্তি অবশ্যই হবে। প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। গোটা ঘটনায় অন্তত বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এধরণের বর্বরোচিত ঘটনা জাতি জনজাতি কেউ মেনে নেবে না। আগামীদিনে ওদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর আগেও হুমকি ধমকি দিয়েছে তারা। তবে এধরনের প্রাণঘাতী হামলার জবাব দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। কর্তব্যরত ডাক্তার শিশুটির চিকিৎসা করছিলেন। সেই সময় শিশুর সঙ্গে আসা অমৃত মহাপাত্র নামে এক ব্যক্তি আকস্মিকভাবে চিকিৎসকের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করেন।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপস্থিত গ্রুপ—ডি কর্মীর তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ডাক্তারকে তিন-চারবার মারার চেষ্টা করেন, কিন্তু কর্মীর বাধায় তা ব্যর্থ হয়।

এই ঘটনার পর থেকে চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে চরম আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার সকালে আক্রান্ত ডাক্তার খোয়াই থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে সূত্রের খবর।

ঘটনা তদন্তে নেমেছে পুলিশ। স্বাস্থ্যকর্মী মহলে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

বন্‌ধে পরোক্ষে সরকার

● প্রথম পাতার পর

চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তির বাজারে দোকানপাট খোলা রাখাকে হাতিয়ার করেই একটি অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

তিনি আরো বলেন, বাম জামানায় এবং বর্তমানেও বামফ্রন্টেরা বনধের আহবান করেন। সেক্ষেত্রেও কিছু দোকানপাট খোলা থাকে, কিছু যানবাহন চলাচল করে। এটা সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার, তারা বনধকে সমর্থন করবেন কিনা এটা তাদের বিষয়। সে ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট কোনদিন কারো ওপর হামলা করেনি। কিন্তু বনধকে বয়কট করায় এ ধরনের সন্ত্রাস নিন্দনীয়। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রশাসনের নিকট দাবি জানিয়েছেন তিনি।

তাঁর কথায়, মানুষ শান্তি চায়, তাই কেউ যদি রাজ্যে দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা হলে রুখে দাঁড়াবেন রাজ্যের শান্তিকামী মানুষ। ৮০ সাল আর ফিরে আসবে না বলে অভিমত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের। এদিকে জিবি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়ে ঘটনা তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, এই বনধ হলো বিজেপি এবং তিপরা মথার ডুবন্ত নৌকা বাঁচানোর চেষ্টা। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতিতে যে একটা বর্বরতা চলছে তার উলঙ্গ ও নিকৃষ্টতম এবং নিন্দনীয় উদাহরণ হল এই ঘটনা। ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

১৬ দিন পর নিখোঁজ গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

দেয় এবং খবর দেয় বিশালগড় মহিলা থানায়। খবর পেয়ে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে এসে নিখোঁজ মহিলাকে সুমন দত্তের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি সুমন দত্তকেও আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

এই ঘটনা নিয়ে এলাকার স্থানীয় এক ব্যক্তি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন সুমন দত্ত একজন নারী পাচারকারী। সুমন দত্ত এই ধরনের নারী পাচারের সাথে নাকি দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত এবং তার বাড়িতে প্রায়ই কোন না কোন মহিলাকে নিয়ে আসা হয় এবং সেখান থেকে মহিলাদের পাচার করা হয়। স্থানীয় এলাকাবাসীদের অভিযোগ নিখোঁজ মহিলাকে শুক্রবার রাতেই বহি রাজ্যে পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল সুমন দত্ত।

আগুনে পুড়ে মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

শুরু করেছে। স্থানীয় প্রশাসন মৃতদের পরিবারকে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে।

এদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের কর্ণুল জেলায় ভয়াবহ বাস অগ্নিকাণ্ডে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি নিহতদের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেককে ২ লাখ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন।

শুক্রবার ভোরে কর্ণুল জেলার চিন্তাটেকুর গ্রামের কাছে একটি বেসরকারি ভলভো বাস মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো বাসটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রায় ৪০ জন যাত্রী নিয়ে হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিল বাসটি।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স -এ এক পোস্টে লিখেছে, আন্ধ্রপ্রদেশের কর্ণুল জেলায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই দুঃসময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণনও ঘটনাটিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু তাঁর এক্স পোস্টে লিখেছেন, আন্ধ্রপ্রদেশের কর্ণুল জেলায় বাস অগ্নিকাণ্ডে বহু প্রাণহানি অত্যন্ত মর্মান্তিক। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনও তাঁর শোকবার্তায় বলেন, কর্ণুল জেলার বাস অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

আন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, কর্ণুল জেলার চিনা টেকুর গ্রামের কাছে ভয়াবহ বাস অগ্নিকাণ্ডের খবর শুনে আমি মর্মাহত। নিহতদের পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি। সরকার আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সাহায্য করবে।"

রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী মণ্ডিপল্লি রামপ্রসাদ রেড্ডি ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন, এত প্রাণহানি সত্যিই হৃদয়বিদারক। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য কর্ণুল সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ চিকিৎসা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় প্রায় ১৯ জন যাত্রী জরুরি জানালা ভেঙে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন। তবে বাসটি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার কারণ হিসেবে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষের পর আগুন লাগাকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সরকারি কর্মচারিদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর: ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসন দপ্তর থেকে সমস্ত সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের স্ব স্ব দপ্তরে কর্মরত কর্মীদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত সরকারি কর্মচারি নির্ধারিত সময়ে উপযুক্ত কারণ ছাড়া কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকবেন তাদের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দেওয়া হয়েছে। সমস্ত সরকারি কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপায়ণের জন্যই এই পদক্ষেপ।

সুবলায়ায় ১২ ঘণ্টার বন্ধ: এনএসি মর্যাদা প্রত্যাহারে বিক্ষোভ, থমকে গেল দোকান-বাজার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সোনেপুর, ২৪ অক্টোবর : রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে সুবলায়া। এলাকাটিকে এনএসি (নোটিফায়েড এরিয়া কাউন্সিল) হিসেবে ঘোষণা না করায় আজ ১২ ঘণ্টার বন্ধের ডাক দেয় সুবলায়া এনএসি অ্যাকশন কমিটি। সকাল থেকে বন্ধের প্রভাব পড়েছে শহরজুড়েদোকানপাট, বাজার, স্কুল-কলেজ ও যানবাহন চলাচল কার্যত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। কেবলমাত্র জরুরি পরিষেবা চালু রয়েছে।

অভিযোগ, আগের রাজ্য সরকার সুবলায়াকে এনএসি হিসেবে ঘোষণা করেছিল, কিন্তু নতুন প্রশাসন সেই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নেয়। এতে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা ফের এনএসি মর্যাদা ফিরিয়ে আনার দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন।

শুক্রবার সকাল থেকেই বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন মোড়ে স্লোগান দিতে থাকেন এবং অবরোধ গড়ে তোলেন। শহরের প্রধান বাজার, সরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও বন্ধের প্রভাব দেখা গেছে।

অ্যাকশন কমিটির নেতারা জানিয়েছেন, সরকার যদি দ্রুত সুবলায়ার এনএসি মর্যাদা পুনর্বহাল না করে, তবে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে তারা।

প্রশাসন শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানালেও স্থানীয়দের ক্ষোভ এখনও প্রশমিত হয়নি।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা: আবহাওয়া দফতর

ভুবনেশ্বর, ২৪ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে আজ ভোরে একটি নিম্নচাপ এলাকা তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবারের ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে এই নতুন নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের আবহাওয়া দফতর। দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি আরও ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং উত্তর-পশ্চিম-পশ্চিমমুখী হয়ে অগ্রসর হবে।

আজ সকালে প্রকাশিত আইএমডি-র বুলেটিনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরের ওপর বিদ্যমান উর্ধ-আকাশীয় ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আজ ২৪ অক্টোবর সকাল ৫টা ৩০ মিনিটে একটি নিম্নচাপ এলাকা সৃষ্টি হয়েছে। এটি আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও সুগঠিত হয়ে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে।

আবহাওয়াবিদ উমা শঙ্কর দাস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স -এ পোস্ট করে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, গতকালের সক্রিয় ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আজ সকাল ৫টা ৩০ মিনিটে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। এটি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও ঘনীভূত হতে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গাজা শান্তি চুক্তিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূমিকার প্রশংসা ভারতের

জাতিসংঘ, ২৪ অক্টোবর : গাজা শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্ব ও উদ্যোগের প্রশংসা করেছে ভারত। জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি. হরিশ বৃহস্পতিবার নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক আলোচনায় বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ শান্তির পথে নতুন কূটনৈতিক গতি তৈরি করেছে, এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের উচিত তাদের অঙ্গীকারে অবিচল থাকা।

পি. হরিশ বলেন, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাতে চায়তিনি এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ভারত গত ১৩ অক্টোবর মিশরের শারম এল-শেখে অনুষ্ঠিত গাজা শান্তি সম্মেলনে অংশ নেয় এবং ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাগত জানায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলেও, ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কির্তি বরদন সিংহ। এই শান্তি চুক্তিটি মূলত ২০ দফার এক পরিকল্পনা, যা ট্রাম্প প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা ও চাপের ফলেই ইসরায়েল এবং হামাস উভয় পক্ষ এতে সম্মত হয়।

পি. হরিশ চুক্তি প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতার ভূমিকা নেওয়া মিশর ও কাতারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, আমরা আশা করি এই ইতিবাচক কূটনৈতিক গতি মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করবে।

তিনি আরও বলেন, এখন সময় শান্তি প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেওয়ার, একে ব্যাহত করার নয়। ভারত একতরফা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়।

হরিশ উল্লেখ করেন, স্বল্পমেয়াদী কূটনৈতিক সাফল্যগুলো দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও কার্যকর পদক্ষেপে রূপ নিতে হবেযার লক্ষ্য হবে দুই-রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধান, যেখানে ইসরায়েল ও স্বাধীন ফিলিস্তিন শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করবে।

তিনি পুনরায় নিশ্চিত করেন, ভারত ফিলিস্তিনের আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারকে অটলভাবে সমর্থন করে।

তিনি আরও বলেন, একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হতে হবে।

এজন্য সামাজিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের মতো ক্ষেত্রগুলোতে কার্যকর অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রয়োজন।

গাজার পুনর্গঠনের বিষয়ে তিনি জানান, ইসরায়েলি হামলায় গাজার প্রায় ৮০ শতাংশ বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। হরিশ বলেন, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তা অপরিহার্য এবং এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

ভারত ইতিমধ্যেই ফিলিস্তিনকে ১৭০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, যার মধ্যে ৪০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। গত দুই বছরে ভারত ফিলিস্তিনে ১৩৫ মেট্রিক টন ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী পাঠিয়েছে বলেও তিনি জানান।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন: দ্বিতীয় দফায় ৭০ প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন

পাটনা, ২৪ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ শেষ হওয়ার পর মোট ৭০ জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। শুক্রবার ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ১৮টি জেলায় মোট ১২২টি আসনে ভোট গ্রহণ হবে এই পর্বে।

মনোনয়ন দাখিলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৩ অক্টোবর এবং শেষ হয় ২০ অক্টোবর। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ সময়সীমা শেষ হয়। মোট ১,৭৬১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন, যার মধ্যে যাচাই-বাছাইয়ের সময় ৩৮৯টি মনোনয়ন বাতিল করা হয়। যাচাইয়ের পর ১,৩৭২টি মনোনয়ন বৈধ বলে গৃহীত হয়। এরপর ৭০ জন প্রার্থী প্রত্যাহার করায় এখন দ্বিতীয় দফায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন ১,৩০২ জন প্রার্থী।

জেলা অনুযায়ী বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি ১০ জন প্রার্থী কিষাণগঞ্জে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। আরারিয়া জেলায় ৭ জন, আর পশ্চিম চম্পারণ, পূর্ব চম্পারণ, মধুবনী, কাটিহার ও রোহতাসে ৫ জন করে প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন।

গয়া ও নওয়াদায় ৪ জন করে, আর সিতামারহি, ভাগলপুর, বাঁকা, জেহানাবাদ ও ঔরঙ্গাবাদে ৩ জন করে প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করেছেন। শেওহার, সুপৌল, পূর্ণিয়া, অরওয়াল ও জামুইতে ১ জন করে প্রার্থী সরে দাঁড়িয়েছেন। কাইমুর জেলায় কোনও প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি। দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ১১ নভেম্বর।

এদিকে, নির্বাচনের লড়াই ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছেএকদিকে মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ, অন্যদিকে বিরোধী মহাজোট। সম্প্রতি আসন বণ্টন ও নেতৃত্ব সংক্রান্ত মতভেদ মিটিয়ে মহাজোট তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করেছে। এছাড়া বিকাশশীল ইনসান পার্টির নেতা মুকেশ সহানীকে নির্বাচনের পর জোট সরকার গঠন হলে উপ-মুখ্যমন্ত্রীদের একজন হিসেবে মনোনীত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দুই শিবিরই নির্বাচনী কৌশল ও প্রচার কার্যক্রম জোরদার করেছে। ফলে আগামী কয়েক সপ্তাহে বিহারে জমজমাট রাজনৈতিক লড়াইয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

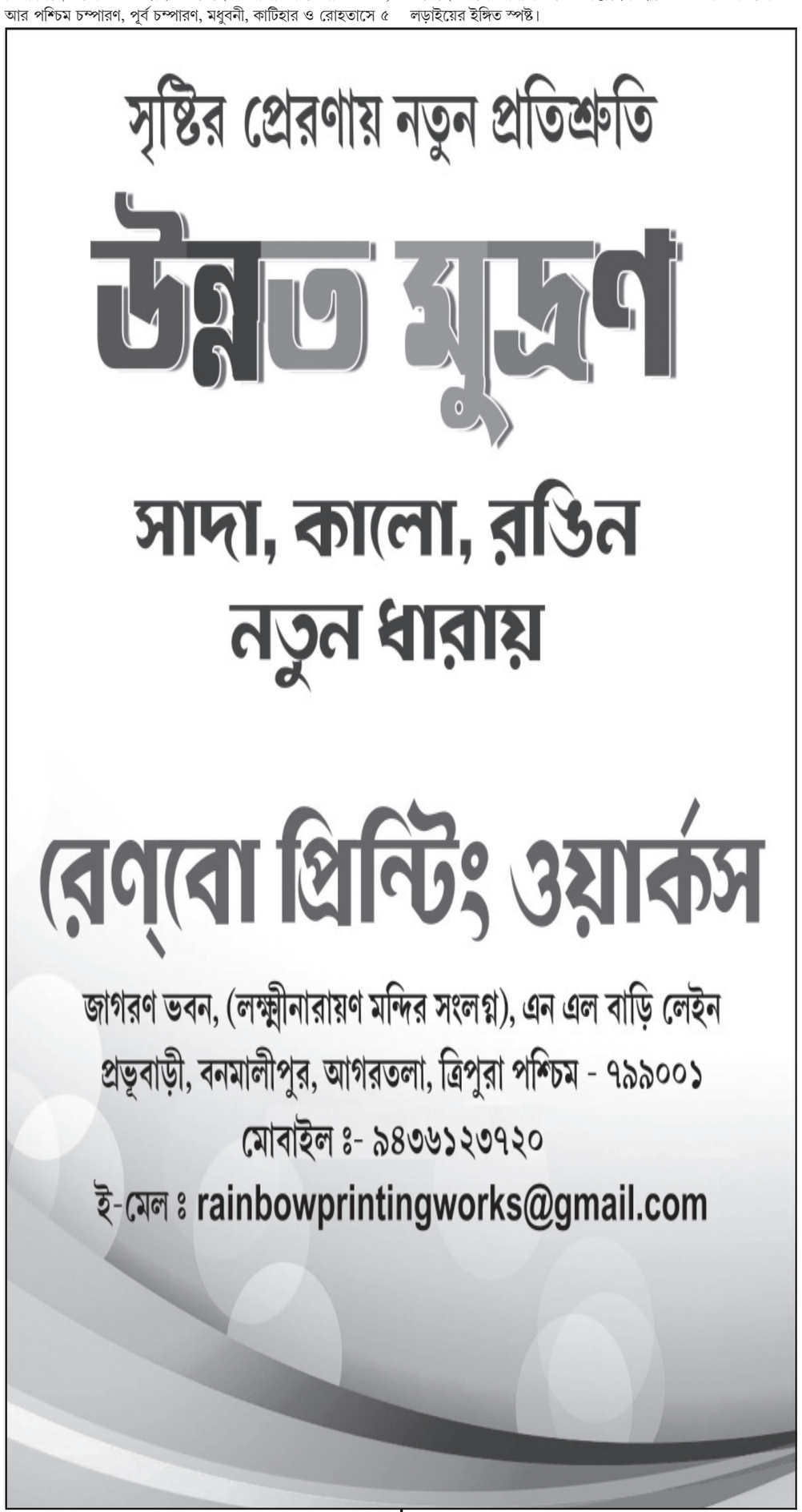

মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযান এবারও ১০০ু সাফল্য পাবে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযান এবারও ১০০ু সাফল্য অর্জন করবে। টিবি মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে রাজ্য সরকার। ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার।

আজ তেলিয়ামুড়া টাউন হলে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক "মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযান" (ঋছছছজ্ঞঙ) ৮.০ এর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর এই কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযান রাজ্য সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে করা হয়েছে। সমাজে শিশু ও কৈশোর বয়সীদের সুস্থ ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদির বিকাশ ঠিকভাবে করার জন্য এই অভিযানের সূচনা করা হয়েছে। কৃমির সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা, ভিটামিনের অভাব দূর করা, ডায়রিয়া, আয়রন ইত্যাদির ঘাটতি পূরণের জন্য এই কার্যক্রম করা হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেটা হলে সত্যিকার অর্থে ভারতবর্ষ উন্নত হবে।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক ছেলেমেয়ে অপুষ্টি, রক্তাল্পতায় ভুগে। তাই তাদের সার্বিক বিকাশের জন্যই আজকের এই কার্যক্রমের আয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযানে শূন্য থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত একটা পর্যায় রাখা হয়েছে। এবার ১০,৫৯,১৮২ জন শিশু ও কৈশোরকে টার্গেট করা হয়েছে। আজ অর্থাৎ ২৪ অক্টোবর থেকে আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। এই অভিযানকে মাথায় রেখে বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই অভিযানে ৬ মাস থেকে ১৯ বছর বয়সীদের আয়রন ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন এর ব্যবস্থা করা হবে। অনেক শিশুর মধ্যে শ্বাস কষ্টের প্রবনতা থাকে। এছাড়া ডায়রিয়া, জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। এগুলিকে যথাসময়ে চিহ্নিত করার জন্য এই অভিযানে কার্যক্রম রাখা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এই অভিযানে ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং মাদক ও ধূমপান বিরোধী কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। পুলিশ সহ অন্যান্য নিরাপত্তা এজেন্সিগুলি মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। টিবি মুক্ত ভারত গঠনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই দিশায় ত্রিপুরাকেও টিবি মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডিগ্রি কলেজ, আইআইটি, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টারগুলিকেও মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযানে যুক্ত করা হবে। এছাড়াও চা বাগান, ইট ভাটা, বস্তি এলাকা, অনাথ আশ্রম, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই অভিযানে গুরুত্ব পাবে। এই অভিযান শুরু করার সময় লক্ষ্যমাত্রার নিরিখে ৯৯.৪০ু ছেলেমেয়েদের অভিযানের আওতায় আনা হয়। ২.০তে ৯৩.৫৬ু, ৩.০তে ৯৬.৯৭ু, ৪.০তে ৯৭.৪৪ু, ৫.০তে ৯৮.৯৬ু ও ৬.০তে ৯৭.৯৭ু ছেলেমেয়েদের অভিযানের আওতায় আনা হয়। আর ৭.০তে লক্ষ্যমাত্রার ১০০ু সফল হয়েছে। তাই এবারও আশা করবো যে ১০০ু সফল হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য সব বন্দোবস্ত রয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আরো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি দিল্লিতে স্বাস্থ্য দপ্তর ও দিল্লির এইমসের সঙ্গে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। আমরা চাই আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ অন্যান্য হাসপাতালগুলি আরো শক্তিশালী হোক। এজিএমসিতে ৯টি সুপার স্পেশালিটি চালু করা হয়েছে। রোগী রেফারের সংখ্যা অনেক কমেছে। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে চিকিৎসার জন্য যাতে কাউকে বাইরে যেতে না হয়।

মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, এইচআইভি এখন ত্রিপুরার জন্য একটা উদ্বেগের বিষয়। তাই আমি সকলকে বলবো যে এই বিষয়টি নিয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। এইচআইভি নিয়ে জনসাধারণকে আরো সচেতন করতে হবে। এক্ষেত্রে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নেওয়ার প্রবণতা রুখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যানী সাহা রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিত চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ তপন মজুমদার সহ অন্যান্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের আধিকারিকগণ।

তিনদিনের শিশুর শরীরে জটিল অস্ত্রপচার করে প্রাণ রক্ষা করলেন শিশুশল্য বিশেষজ্ঞ ডক্টর অনিরুদ্ধ বসাক

আগরতলা, ২৪ অক্টোবর: তিন দিনের শিশুর শরীরে জটিল অস্ত্রপচার করলেন শিশু শল্য চিকিৎসক ডক্টর অনিরুদ্ধ বসাক। বর্তমানে শিশুটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সুস্থ রয়েছে। চিকিৎসকের সাহায্যে স্বস্তি খুঁজে পেয়েছেন নবজাতকের পিতা-মাতা।

জানা যায়, গত ১৫/১০/২০২৫ একটি বেসরকারি হাসপাতালে সিজারের মাধ্যমে কলমক্ষেত উরমাই সোনামুড়া এলাকার বাসিন্দা, মমতা দাস এবং সহদেব দাসের এক ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। জন্মের পর শিশুটিকে মায়ের কাছে দুধ খেতে দিলে দেখা যায় দুধ খেতে গেলেই শিশুটির প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। শিশুটির অবস্থা বেগতিক দেখে চিকিৎসকরা তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করে। গত ১৫/১০/২৫ তারিখ দুপুরে জিবি হাসপাতালে শিশুটিকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু দুদিন ধরে চিকিৎসা চললেও শিশুটি চিকিৎসায় সাড়া না দেওয়ায় টিএমসি হাসপাতালে রেফার করা হয়। শিশু শল্য চিকিৎসক ডক্টর অনুরুদ্ধ বসাক গত ১৭/১০/২০২৫ তারিখে শিশুকন্যাটিকে হাসপাতালে ভর্তি রাখেন। সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় শিশুকন্যাটি জটিল এবং বিরল রোগে আক্রান্ত। ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় "বকডেলেক হারনিয়া"। এ অবস্থায় জন্মগতভাবে শিশুটির পেটের সব নাড়িভুড়ি বাঁ দিকের বুকে থাকে। যার ফলে বাঁদিকের ফুসফুস অচল হয়ে পড়ে। এর কারণে অতিরিক্ত শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। জরুরী পরিস্থিতিতে শিশুটির অস্ত্রোপচার না করলে শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে তড়িঘড়ি গত ১৮-১০-২০২৫ তারিখে প্রায় দু ঘণ্টার অস্ত্রোপচার করেন ডক্টর অনিরুদ্ধ বসাক। বাঁ দিকের ফুসফুসে থাকা সকল নাড়িভুরি তিনি পেটের মধ্যে নিয়ে আসেন। দু'ঘণ্টার অপারেশনের পর সবকিছু স্বাভাবিক করে তুললেন শিশুশল্য বিশেষজ্ঞ ডক্টর অনিরুদ্ধ বসাক। বর্তমানে শিশু কন্যাটি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং নিরাপদ রয়েছে।

াঙ্গন

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে মাস্টার্স অ্যাথলেটদের হাতে জার্সি ও কিটসব্যাগ প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানে মাস্টার্স অ্যাথলেটদের হাতে জার্সি এবং কিটসব্যগ তুলে দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ খেলোয়াররাই ১ নভেম্বরে রওয়ানা হবেন। উল্লেখ্য, ২৩ তম এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ আগামী ৫-৯ নভেম্বর কেরালায় অনুষ্ঠিত হবে। এতে ভারতীয় দলের হয়ে অংশগ্রহণ করবে ত্রিপুরার ১৬ জন অ্যাথলেট। এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসরে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে আগামী ১ নভেম্বর রাজ্য দল কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। আসরে ভালো ফলাফলের জন্য রওয়ানার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অনুশীলন করবেন। জাতীয় স্তরে বরাবরই রাজ্যের মাস্টার্স আখলেটরা ভালো ফলাফল করেন। আন্তর্জাতিক আসরেও আজ্যের আখলেটরা সর্বদাই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আসন্ন এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স মিটেও রাজ্যের অ্যাথলেটরা ভালো ফলাফল করবেন বলে ত্রিপুরা মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা আশাবাদী। আজ, শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানী আগরতলায় এক অভিজাত হোটেলে অ্যাথলেটদের রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে জার্সি ও কিটসব্যাগ প্রদান এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

ত্রিপুরার পাঁচ জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলা ভারতীয় দলের হয়ে এবারকার এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসরে অংশগ্রহণ করবেন। তাঁরা হলেন জবা পাল দত্ত, গায়েত্রী মজুমদার, চন্দনা দাস সাহা, দেবী রানী দাস, শেফালী বর্ধন, মিতালি দেবনাথ, কবিতা দাস, সবিতা দাস, শাহানারা বেগম, স্বপ্না পাল ও পূর্ণিমা দাস। অনুষ্ঠানে সংস্থার সভাপতি পঙ্কজ বিহারী সাহা, সহ-সভাপতি স্বপন সাহা, সম্পাদক আশীষ পাল সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ক্রিকেট বাঁচাতে ম্যাচ ফিক্সিংকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করতে আদালতে বিসিসিআই

ম্যাচ ফিক্সিংকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করেছে ভারতের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ। অবৈধ বুকমেকার ও দুর্নীতিগ্রস্ত খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এই আবেদন করা হয়েছে।

ক্রিকেট—বিশ্বে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সবচেয়ে ধনী। ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে তারা বলেছে, 'ম্যাচ ফিক্সিং একটি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড।' আদালতে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, ক্রিকেট খেলার স্বার্থ রক্ষা করতেই তারা এ উদ্যোগ নিয়েছে। ১৪ অক্টোবর আদালতের রেজিস্ট্রারের কাছে দাখিল করা নথিতে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে লেখা হয়, 'ক্রিকেটে দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তার খেলাটির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সততা ও ন্যায্যতাকে ক্ষুণ করে।' বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে আইনি যুক্তিতে বলা হয়, ম্যাচ ফিক্সিং বা ম্যাচ পাতানো হলো প্রতারণার একটি ধরন, যা ইতিমধ্যেই ভারতীয় দণ্ডবিধিতে অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত, তাই সেটি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। মামলাটি এখনো চলমান। খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা ও সততার প্রতি জনসাধারণের আস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি সেই আস্থা নষ্ট হয়, তাহলে ক্রিকেটের অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়বে।

আদালতে জমা দেওয়া নীতিমালায় বিসিসিআই ২০১৮-১৯ মৌসুমে কর্ণাটক রাজ্যের একটি স্থানীয় ক্রিকেট লিগে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ থেকে বিসিসিআইয়ের এ আপিলের সূত্রপাত। সে ঘটনায় ছয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে দুজন ক্রিকেটার, একজন কোচ এবং আরেকজন দলের মালিক। কিন্তু ২০২২ সালে মামলাটি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে খারিজ করে দেয় ভারতের দক্ষিণাংশের রাজ্যটির হাইকোর্ট। ভারতে ক্রিকেট নিয়ে প্রথম বড় ফিক্সিং কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে ২০০০ সালের এপ্রিলে। ভারত সফরের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার তখনকার অধিনায়ক হ্যানসি ক্রনিয়ে ও বুকমেকারদের মধ্যে ফোনালাপ ধরে ফেলে পুলিশ। ক্রনিয়ে পরে স্বীকার করেন, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ম্যাচ হেরেছেন এবং ভারতের তৎকালীন অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন তাঁকে বুকমেকারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

২০১৯ সালে বিসিসিআই নিজস্ব দুর্নীতিবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং তাতে বোর্ড জরিমানা ও আজীবন নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা পায়। আদালতে জমা দেওয়া সেই নীতিমালায় বলা হয়েছে, 'খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা ও সততার প্রতি জনসাধারণের আস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি সেই আস্থা নষ্ট হয়, তাহলে ক্রিকেটের অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়বে।' ২০১৩ সালে আইপিএলে আরেকটি বড় ফিক্সিং কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসেসেবার রাজস্থান রয়্যালস ও চেন্নাই সুপার কিংসের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের স্পট-ফিক্সিং ও জুয়ায় জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। বিসিসিআইয়ের আচরণবিধি ভাঙার দায়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন খেলোয়াড়কে নিষিদ্ধ করা হয় এবং দুই দলকেও আইপিএলে নিষিদ্ধ করা হয় দুই বছরের জন্য।

শ্রীলঙ্কা ২০১৯ সালে ম্যাচ ফিক্সিং ঠেকাতে কঠোর আইন প্রণয়ন করে। যেখানে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ কোটি রুপি (৩ লাখ ৩৩ হাজার ডলার) জরিমানার বিধান রয়েছে। শ্রীলঙ্কার তখনকার ক্রীড়ামন্ত্রী হারিন ফার্নান্দো ক্রিকেটে 'ওপর থেকে নিচ' পর্যন্ত দুর্নীতি শিকড় গেড়েছেএই কথা বলার পর কঠোর আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়।

শ্রীলঙ্কায় এই আইনে প্রথম অভিযুক্ত হন দেশটির সাবেক স্পিনার সচিত্রা সেনানায়েকে। তাঁকে চলতি বছরের জুনে আদালতে তোলা হয়। সেনানায়েকে সব অভিযোগ অস্বীকার করেন।

গুজরাটের বিরুদ্ধেও গ্রিন টপে নামবে বাংলা, খেলবেন শাহবাজ?

উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে এবারের রনজি অভিযান শুরু করেছে বাংলা। শনিবার থেকে ইডেনে দ্বিতীয় ম্যাচ। সামনে গুজরাট। বাংলা এটা খুব ভালো করে জানে, প্রতিপক্ষের বিচার উত্তরাখণ্ডের থেকে গুজরাট অনেক বেশি শক্তিশালী। যদিও প্রতিপক্ষ নিয়ে খুব একটা ভাবছে না বঙ্গ শিবির। বরং যাবতীয় ফোকাস সব নিজেদের নিয়েই।গুজরাটের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তির টিমই পাচ্ছে বাংলা। সঙ্গে আরও একটা ভালো খবর থাকছে। এই ম্যাচে শাহবাজ আহমেদও খেলতে পারেন। হার্নিয়া অস্ত্রোপচারের জন্য দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। জার্মানিতে অস্ত্রোপচার হওয়ার পর কিছুদিন মুম্বইয়ে রিহ্যাব চলছিল তাঁর। যার ফলে রনজির প্রথম ম্যাচে খেলতে পারেননি শাহবাজ। বৃহস্পতিবার বাংলার প্র্যাকটিসে যোগ দেন শাহবাজ। শোনা যাচ্ছিল, এদিন তাঁর ফিটনেস টেস্ট হতে পারে। তবে যেহেতু তিনি মুম্বইয়ে রিহ্যাব করছিলেন, তাই ফিটনেস পরীক্ষাও সেখানে হয়ে যায়। যার ফলে নতুন করে আর কোনও টেস্ট করানোর প্রয়োজন পড়েনি।

বৃহস্পতিবার নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং করতে দেখা যায় শাহবাজকে। তবে খুব একটা বোলিং করেননি। শোনা গেল, শাহবাজের ফিটনেস সংক্রান্ত কোনও সমস্যা নেই। তিনি নিজেও গুজরাটের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে খেলতে চাইছেন। বাংলা শিবির থেকে বলা হল, শাহবাজের মতো ক্রিকেটার যখন নিজেই খেলার ব্যাপারে এতটা উদগ্রীব, তাই এই ম্যাচ থেকেই তাঁকে খেলানো হবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে শুক্রবার। অর্থাৎ ম্যাচের আগের দিন। বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর, শাহবাজের ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। মুম্বইয়ে বেশ ভালো রিহ্যাব হয়েছে। শুক্রবারও নেটে দীর্ঘক্ষণ ব্যাট করানো হবে। সঙ্গে বোলিং করবেন শাহবাজ। তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।গুজরাটের বিরুদ্ধেও ইডেনে সবুজ উইকেটে নামছে বাংলা। উত্তরাখণ্ড ম্যাচে পিচে যতটা ঘাস ছিল, এই ম্যাচে তার থেকে কিছুটা বেশি রাখা হচ্ছে। অর্থাৎ চার পেসার নিয়েই এই ম্যাচে বাংলা খেলবে। মহম্মদ শামি শুক্রবার টিমের সঙ্গে প্র্যাকটিস করবেন। শেষপর্যন্ত যদি শাহবাজকে খেলানো হয়, তাহলে দলে একটাই বদল আসতে চলেছে। বিশাল ভাটির জায়গায় খেলবেন তিনি।

ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ জেতার পরেই অস্ট্রেলিয়া দলে একাধিক বদল! কারা এলেন, কারা বাদ পড়লেন?

ভারতের বিরুদ্ধে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই এক দিনের সিরিজ জিতে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তার পরেই সাদা বলের ক্রিকেটের দলে একাধিক বদল করেছে তারা। তিন জন ক্রিকেটারকে দলে নেওয়া হয়েছে।

গ্লেন ম্যাক্সওয়েল চোট সারিয়ে খেলার জন্য প্রস্তুত। বেন ডোয়ারসুইসও টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ তিনটি ম্যাচের জন্য দলে নেওয়া হয়েছে ম্যাক্সওয়েলকে। তিনি কব্জির চোট সারিয়ে সুস্থ। চতুর্থ ও পঞ্চম ম্যাচের জন্য ডোয়ারসুইসকে দলে নেওয়া হয়েছে। জশ ফিলিপকেও টি-টোয়েন্টি দলে যুক্ত করা হয়েছে।

নতুন পেসার মাহলি বিয়ার্ডম্যানকে তৃতীয় ম্যাচ থেকে টি-টোয়েন্টি দলে রাখা হবে। কারণ, জশ হ্যাজেলউডকে দ্বিতীয় ম্যাচের পর এবং শন অ্যাবটকে শেফিল্ড শিল্ডের চতুর্থ রাউন্ডের প্রস্তুতির জন্য তৃতীয় ম্যাচের পর ছেড়ে দিতে হবে। শেফিল্ড শিল্ডে খেলে তাঁরা অ্যাশেজের জন্য প্রস্তুত হবেন।

শেফিল্ড শিল্ডে খেলার জন্য এক দিনের দল থেকে ব্যাটার মার্নাস লাবুশানেকেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনিও অ্যাশেজের জন্য তৈরি হবেন। শনিবার সিডনিতে শেষ এক দিনের ম্যাচে দলে যোগ দিচ্ছেন জ্যাক এডওয়ার্ডস এবং ম্যাট কুনেম্যান।

ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া দল: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), কুপার কনলি, জ্যাক এডওয়ার্ডস, নাথান এলিস, জশ হ্যাজেলউড, ট্র্যাভিস হেড, জশ ইংলিস (উইকেটরক্ষক), ম্যাথু কুনেম্যান, মিচেল ওয়েন, জশ ফিলিপ (উইকেটরক্ষক), ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট, মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জাম্পা।

ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি দল: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট (শুধু প্রথম তিনটি ম্যাচ), জেভিয়ার বার্টলেট, মাহলি বিয়ার্ডম্যান (শুধু শেষ তিনটি ম্যাচ), টিম ডেভিড, বেন ডোয়ার্শুইস (শুধু শেষ দুটি ম্যাচ), নাথান এলিস, জশ হ্যাজেলউড (শুধু প্রথম দুটি ম্যাচ), ট্র্যাভিস হেড, জশ ইংলিস (উইকেটরক্ষক), ম্যাথু কুনেম্যান, মিচেল ওয়েন, জশ ফিলিপ (উইকেটরক্ষক), ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টোইনিস, অ্যাডাম জাম্পা।

মাইলফলকের কথা জানতেন না, দলের প্রয়োজনের সময় রান করতে পেরেই খুশি প্রতিকা

এক দিনের বিশ্বকাপের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে দ্বিতীয় শতরান করলেন প্রতিকা রাওয়াল। একই সঙ্গে এক দিনের ক্রিকেটে দ্রুততম ১০০০ রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন ভারতীয় মহিলা দলের ওপেনার। দলের প্রয়োজনের সময় ১২২ রানের ইনিংস খেলতে পেরে উচ্ছ্বসিত তিনি। ভারতের ইনিংসের পর উচ্ছ্বাস গোপন করেননি।

বিশ্বকাপের সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রতিকা বলেছেন, "এক দিনের ক্রিকেটে দ্রুততম ১০০০ রান পূর্ণ করার কৃতিত্ব অর্জন করেছি, এই ব্যাপারটা জানতামই না। সত্যিই আমার ধারণা ছিল না। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে দলগত ভাবে আমরা ভাল ভাবে শুরু করতে পারায় বেশি ভাল লাগছে। স্মৃতি মন্ধানার শতরানের ইনিংসটা দুর্দান্ত। আমি চেষ্টা করেছি, যতটা সম্ভব বেশি সময় ২২ গজে থাকার। লম্বা ইনিংস খেলার কথা ভেবেই মাঠে নেমেছিলাম। শুধু সেটাই চেষ্টা করেছি।"

নিজের ইনিংস নিয়ে প্রতিকা আরও বলেছেন, "শুরুতে ব্যাটে-বলে ঠিক মতো হচ্ছিল না। টাইমিংয়ের সমস্যা হচ্ছিল। তবু পিচে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম। একটু ধরে খেলছিলাম। সময় নিচ্ছিলাম। আমরা ইনিংসটা যে ভাবে শেষ করেছি, সেটাও দারুণ হয়েছে। সব মিলিয়ে আমরা ভালই ব্যাট করেছি।"

প্রতিকার ১৩৪ বলের ইনিংসে রয়েছে ১৩টি চার এবং ২টি ছক্কা। পরের দিকে দ্রুত রান তোলার দিকে মন দেন তিনি। প্রথম উইকেটে মন্ধানার সঙ্গে ২১২ রানের জুটি তৈরি করেন।

জয় অব্যাহত ক্রিকেট অনুরাগীর এগিয়ে চলো, মডার্নেরও জয়ে শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় অব্যাহত ক্রিকেট অনুরাগীর। টিসিএ-র সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। আজ শুক্রবারে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের অপর দুটি খেলায় এগিয়ে চলো সংঘ ও মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করেছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চাম্পামুরা প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৭৬ রানে ইনিংস শেষ করলে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ক্রিকেট অনুরাগী ১৭ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। অনুরাগীর দেবরাজ মজুমদার ১৪ রানে ৬টি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। তালতলা স্কুল মাঠে অপর খেলায় তরুণ সংঘ প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৩১.৪ ওভারে ১০৬ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে এগিয়ে চলো সংঘ ২৫.৫ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। এগিয়ে চলোর চন্দ্রস্নাত গোস্বামী ১২ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। নীপকো গ্রাউন্ডে অপর খেলায় জি বি প্লে সেন্টার ২০.১ ওভারে ৯৯ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমী ২৭.৪ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। মডার্নের দ্বীপজয় দেবনাথ ৩০ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করলেন মেসি, ইন্টার মায়ামিতে আরও তিন বছর খেলবেন লিয়োগ

ইন্টার মায়ামির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করলেন লিয়োনেল মেসি। ক্লাবের পক্ষ থেকেই নিশ্চিত করা হয়েছে, মেসি ২০২৮ সাল পর্যন্ত মায়ামির হয়েই মেজর লিগ সকারে খেলবেন।

ক্লাবের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ইন্টার মায়ামি ঘোষণা করছে যে, তারা ক্লাবের অধিনায়ক, আট বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এবং বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন লিয়ো মেসির সঙ্গে ২০২৮ সালের মেজর লিগ সকার পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে।"

মেসি বলেন, তিনি ক্লাবের সঙ্গে থাকতে পেরে আনন্দিত এবং ইন্টার মায়ামির নতুন স্টেডিয়াম ফ্রিডম পার্কে খেলার অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি বলেন, "এখানে থাকতে পেরে এবং নতুন চুক্তি করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। আমরা সবাই এটা ভেবে উত্তেজিত যে, অবশেষে মায়ামি ফ্রিডম পার্কে খেলতে পারব। আমরা এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।"

২০২৩ সালে প্যারিস সঁজঁ থেকে মেসি ইন্টার মায়ামিতে আসেন। এই মরসুমে ২৯টি গোল করেছেন। মায়ামি ইস্টার্ন কনফারেন্সে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে এবং প্লে-অফে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

মেসি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ইন্টার মায়ামিতেই তিনি ফুটবল জীবন শেষ করতে পারেন।

জয়ের হ্যাটট্রিক কর্ণেল কোচিং সেন্টারের ব্লাডমাউথের জয় অব্যাহত, এগিয়ে চলোও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের। ৮১ রানের বড় ব্যবধানে এডি নগর প্লে সেন্টারকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ছোটদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে গ্রুপ এ-তে আজ, শুক্রবার আরও দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্লাড মাউথ ক্লাব জয় অব্যাহত রেখেছে ৪৭ রানের ব্যবধানে শতদল সংঘকে হারিয়ে। অপর খেলায় এগিয়ে চলো সংঘ জয়ে ফিরেছে ১৯৪ রানের ব্যবধানে প্রগতি প্লে সেন্টার কে হারিয়ে।

পশ্চিম নোয়াবাদি স্কুল মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে কর্নেল কোচিং সেন্টার ৩৯.৫ ওভারে ১৬১ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে চ্যাট করতে নেমে এডি নগর প্লে সেন্টারের ইনিংস গুটিয়ে যায় ৮০ রানে।

বিজয়ী কর্নেল কোচিং সেন্টারের বিরাট সূত্রধর ২৫ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পায়। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্লাড মাউথ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৪০ ওভারে পাঁচ উইকেটে ১৫১ রান সংগ্রহ করলে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সতদল সংঘের ইনিংস শেষ হয় ১০৪ রানে। ব্লাডমাউথের সৌমজিৎ মজুমদার ২৩ রানে ৫টি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। পঞ্চায়েত মাঠে এগিয়ে চলো সংঘ চল্লিশ ওভারে এক উইকেটে ২৪৭ রান সংগ্রহ করলে প্রগতির ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ৫১ রানে। এগিয়ে চলোর অর্ণব দেববর্মা ১৫৯ রান এবং দুটি উইকেট পেয়ে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

৫ বিশ্বরেকর্ড, ৯ নজির! স্মৃতি-প্রতিকার ব্যাটে ছারখার রোহিত, শুভমনের কীর্তিও!

স্মৃতি মন্ধানার ৯৫ বলে ১০৯, প্রতিকা রাওয়ালের ১৩৪ বলে ১২২। ওপেনিং জুটিতে ২১২ রান। বৃহস্পতিবার নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচে দু'জনে তৈরি করলেন মোট ৯টি নজির। এর মধ্যে রয়েছে পাঁচটি বিশ্বরেকর্ড। দেখে নেওয়া যাক কী কী কীর্তি গড়লেন স্মৃতি-প্রতিকা।

৫,১৮৬- মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে ওপেনার হিসাবে ৫,১৮৬ রান স্মৃতির। বিশ্বরেকর্ড। টপকে গেলেন নিউ জিল্যান্ডের সুজি বেটসের ৫,০৮৮ রানের রেকর্ড।

১,৫৫৭- এক ক্যালেন্ডার বছরে স্মৃতি-প্রতিকার জুটিতে ১,৫৫৭ রান। টপকে গেলেন রোহিত শর্মা-শুভমন গিল জুটিকে। ২০২৩ সালে ১,৫২৩ রান করেছিলেন তাঁরা। শীর্ষে ১৯৯৮ সালে সচিন তেন্ডুলকর-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ১,৬৩৫ রান।

১,০০০- মহিলাদের এক দিনের ম্যাচে দ্রুততম হিসাবে ১,০০০ রান। ২৩ ইনিংসে এই মাইলফলকে পৌঁছলেন প্রতিকা। ছুঁলেন অস্ট্রেলিয়ার লিন্ডসে রিলারের বিশ্বরেকর্ড।

২১২- স্মৃতি-প্রতিকার ওপেনিং জুটিতে ২১২ রান। মহিলাদের বিশ্বকাপে ওপেনিং জুটিতে ভারতীয় রেকর্ড। ভাঙলেন থিরুশ কামিনী-পুনম রাউতের ১৭৫ রানের রেকর্ড।

৩১- এই বছর এক দিনের ক্রিকেটে ৩১টি ছক্কা স্মৃতির। ক্যালেন্ডার বছরে বিশ্বরেকর্ড। টপকে গেলেন ২০১৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার লিজেল লি-র ২৮ ছক্কার বিশ্বরেকর্ড।

১৭- আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৭টি শতরান স্মৃতির। মেগ ল্যানিংয়ের বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ।

১৪- এক দিনের ম্যাচে ১৪টি শতরান স্মৃতির। টপকে গেলেন সুজি বেটসকে। মেগ ল্যানিংয়ের ১৫টি শতরানের বিশ্বরেকর্ড থেকে এক ধাপ দূরে।৫- এক ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক শতরানের বিশ্বরেকর্ড স্মৃতির। এই বছর পাঁচটি শতরান করে ছুঁলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তাজমিন ব্রিটসের বিশ্বরেকর্ড।

৩- মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপে তৃতীয় শতরান স্মৃতির। ছুঁলেন হরমনপ্রীত কৌরের ভারতীয় রেকর্ড।

বৃষ্টিতে বাতিল পাকিস্তান-ইংল্যান্ড ম্যাচও, মাঠে না নেমেই বিশ্বকাপে সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন হরমনপ্রীতেরা!

মাঠে না নেমেই মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপে সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। বুধবার বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল পাকিস্তান-ইংল্যান্ড ম্যাচও। ন্যাট সিভার ব্রান্টদের পয়েন্ট নষ্ট হওয়ায় সুবিধা হল চাপে থাকা ভারতীয় দলের।

বুধবার টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানের অধিনায়ক ফতিমা সানা। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি ইংল্যান্ড। কলম্বোর ২২ গজে পাক বোলিং আক্রমণের সামনে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে চার বারের বিশ্বজয়ীরা। ইংল্যান্ডের প্রথম সারির কোনও ব্যাটারই দলকে ভরসা দিতে পারেননি। ৫৭ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ইংল্যান্ড।

তাদের ইনিংসের ২৫ ওভারের পর বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ করে দিতে হয় সে সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৭ উইকেটে ৭৯। বৃষ্টি থামার পর ভারতীয় সময় রাত ৮.৩০ মিনিটে আবার খেলা শুরু হয়। সময় নষ্ট হওয়ায় ওভার সংখ্যা কমে ৩১ করা হয়।

শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড করে ৯ উইকেটে ১৩৩ রান। তবে ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে পাকিস্তানের জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১১৩। পাকিস্তানের ইনিংসের ৬.৪ ওভারের পর আবার বৃষ্টি নামে। সে সময় পাকিস্তানের রান ছিল ৩৪/০। আর খেলা শুরু করা যায়নি। দু'দলের মধ্যে পয়েন্ট ভাগ হয়ে যায়। ২৭ রানে ৪ উইকেট নেন ফতিমা।

এই ম্যাচের পর ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার চার ম্যাচে ৭ পয়েন্ট। নেট রান রেটের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে ইংল্যান্ড। চার ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকা। চার ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে ভারত। চার ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিউ জিল্যান্ডের। তারা রয়েছে পঞ্চম স্থানে। বৃষ্টির জন্য ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ডের মতো দলগুলি পয়েন্ট নষ্ট করায় মাঠে না নেমেই সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত।

সুনীলের অবসর ভেঙে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত ভুল, এ বার নতুনদের জন্য জায়গা ছাড়া উচিত! বলে দিলেন ভাইচুং

অবসর ভেঙে সুনীল ছেত্রীর আবার আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরে আসা উচিত হয়নি। এশিয়ান কাপের যেগ্যতা অর্জন পর্বে মঙ্গলবার সিঙ্গাপুরের কাছে ভারত হারার পর এই মন্তব্য করেন ভাইচুং ভুটিয়া। ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, "সুনীলের ফুটবল জীবন দারুণ। খুব ভাল বিদায় সংবর্ধনাও পেয়েছিল। কিন্তু অবসর ভেঙে ওর ফিরে আসার সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। ওর জন্য ভুল, ভারতীয় ফুটবলের জন্যও ভুল। আমি এটা আগেও বলেছি।"

সুনীলের পাশাপাশি ভারতীয় দলের গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিংহ সান্ধুরও এ বার অবসর নেওয়া উচিত বলে মনে করেন ভাইচুং। তিনি বলেন, "সুনীলের মত গুরুপ্রীতেরও এ বার খেলা ছেড়ে দেওয়া উচিত। ওরা ভারতীয় ফুটবলকে অনেক কিছু দিয়েছে। কিন্তু এ বার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত।"

এর পরে ভাইচুংয়ের পরামর্শ, ভারত ইউরোপীয় ফুটবলকে নকল করা বন্ধ করুক। বরং উজবেকিস্তান, জর্ডানের মতো এশিয়ার দেশগুলিকে অনুসরণ করা উচিত। ভাইচুং বলেন, "এশিয়া কাপ এমন একটা প্রতিযোগিতা, যেখানে আমাদের নিয়মিত খেলা উচিত।

২৪টা দল এশিয়া কাপে খেলে। সেখানেও আমাদের খেলতে না পারাটা অত্যন্ত হতাশাজনক। আমরা শুধু বিশ্বকাপের কথা বলি। কিন্তু যদি এশিয়া কাপেই যোগ্যতা অর্জন করতে না পারি, তা হলে বলতেই হবে আমরা লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে। এখন আমরা ইউরোপীয় ফুটবলের পরিকাঠামো, প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগার কথা বলি। ফুটবলকে ঝাঁ চকচকে করতে চাই।

কিন্তু আমাদের উজবেকিস্তান-জর্ডানের মতো এশিয়ার দেশগুলোর দিকে তাকানো উচিত। ওরা কী ভাবে উন্নতি করছে, কী ভাবে যোগ্যতা অর্জন করছে, সেগুলো দেখা উচিত। ওদের পরিকাঠামো আছে। নিয়মিত খেলোয়াড় তৈরি করছে। ফুটবলে কর্পোরেট সংস্কৃতি আমদানির কথা না ভেবে ভারতের ওদের দিকে তাকানো উচিত।"

প্রয়াত পাকিস্তানের প্রবীণতম টেস্ট ক্রিকেটার ওয়াজির, বিখ্যাত মহম্মদ ভাইদের আরও এক সদস্য না-ফেরার দেশে

হানিফ মহম্মদ চলে গিয়েছিলেন ২০১৬-য়। সোমবার চলে গেলেন ওয়াজির মহম্মদও। বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। পাকিস্তান ক্রিকেটের বিখ্যাত 'মহম্মদ ব্রাদার্স'-এর আরও এক সদস্য চলে গেলেন না-ফেরার দেশে। বেঁচে আছেন শুধু সাদিক মহম্মদ এবং মুস্তাক মহম্মদ। সবচেয়ে বড় ভাই রইস মহম্মদ কখনও পাকিস্তানের হয়ে টেস্ট খেলেননি। বাকি চার জনই খেলেছেন। সোমবার ওয়াজিরের মৃত্যুর খবর জানিয়েছে পাকিস্তান বোর্ড। পাকিস্তানের ক্রিকেটের একদম শুরুর দিকে খেলেছেন ওয়াজির। দেশের হয়ে ২০টি টেস্ট খেলেছেন। দু'টি শতরান-সহ ৮০১ রান রয়েছে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বিএসএফের আইজি অলোক কুমার চক্রবর্তী

আগরতলা, ২৪ অক্টোবরঃ আজ রাজভবনে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি অলোক কুমার চক্রবর্তী। এদিনের এই সৌজন্য সাক্ষাৎ চলাকালীন আইজি বিএসএফ রাজ্যপালকে ভারত—বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের বর্তমান নিরাপত্তা ও কার্য্যক্রম সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। পাশাপাশি সীমান্ত ব্যবস্থাপনা আরও কার্য্যকর করার জন্য বিএসএফ যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সে বিষয়েও রাজ্যপালকে জানান তিনি।

রাজ্যপাল বিএসএফের পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা ও অটল প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করে বলেন, রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষায় এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়।

তিনি বিএসএফের চলমান প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সীমান্ত শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে তাদের অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করেন।

নিরীহ খচ্চরকে পালন করার নামে বর্বর নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর: নিরীহ একটি খচ্চরকে পালন করার নামে বর্বর নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। অভিযোগ, রাজেশ ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধেদীর্ঘদিন খাবার না দিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হয় প্রাণীটিকে। খবর নিয়ে জানা যায় এই রাজেশ ত্রিপুরা একটি সংবাদ মাধ্যমের কর্ণধার হিসেবে নিজেকে জাহির করে থাকেন। একজন সংবাদমাধ্যমের কর্ণধার হয়ে একটি অবলা প্রাণীকে এইভাবে অবহেলা করে রাস্তায় ফেলে রাখা কতটুকু বাস্তব বা মানবিকতার মধ্যে পড়ে সেটাই এখন প্রশ্নচিহ্নের মুখে। স্থানীয়রা এই অবলা প্রাণীটি করুণ অবস্থা দেখে আজ সকালে পশম নামে একটি এনজিও সংস্থাকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পশু-অধিকার সংস্থার সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

তারা জানান, দুই দিন ধরে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকা ওই খচ্চরের অবস্থা ভয়াবহসম্ভবত খাদ্যের অভাবে প্লাস্টিক খেয়ে ফেলে এবং জটিল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সংগঠনের সদস্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন এবং লক্ষ্য করেন প্রাণীর শরীরে উপযুক্ত পুষ্টি ও যত্নের অভাব স্পষ্ট। পরে মালিকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেউল্টে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে পশু-অধিকার সংস্থার সদস্যরা জানিয়েছেন, মালিককে খোঁজা না গেলে তারা আইনগত পদক্ষেপ নেবেনপ্রয়োজনে এফআইআর করা হবে। সংগঠনটি স্পষ্টভাবে অনুরোধ করেছে, যদি কেউ নিয়মমাফিক পালন করতে না পারেন তবে প্রাণীটি কাউকে দিয়ে দিতে, যাতে এধরনের অনাহার ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়এই অপ্রতিরোধ্য কষ্ট আর তারা সহ্য করতে চাইছেন না।স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ; প্রশ্ন উঠেছেপ্রাণীর কষ্টের প্রতি কেন এত অনাচার? প্রশাসনকে এখন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে বলে দাবি উঠেছে এলাকায়।

মুঙ্গিয়াকামীতে যোগদান সভায় মুখ্যমন্ত্রী

এক ব্যক্তির নামে সশস্ত্র আন্দোলন তাদের আসল রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন করেছে সিভিল সোসাইটি। তাদের আসল রূপ এখন সবার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। আর জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে যা যা করার দরকার সেটা করবে রাজ্যের বর্তমান সরকার। এক্ষেত্রে কোন ধরণের সমঝোতা করা হবে না।

আজ খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামি এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত যোগদান সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ পরিমল দেববর্মা ও সঞ্জীব দেববর্মা সহ প্রায় ৬,৪০০ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। সঠিক সময়ে আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া এডিসি, রাজ্য বা দেশ সঠিক দিশায় এগিয়ে যাবে না। যারা আজ এখানে যোগদান করতে এসেছেন আমি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে তাদের সকলকে স্বাগত জানাই। কিছুদিন আগে টাকারজলায় এধরণের একটা যোগদান সভা হচ্ছিল। আর সেই যোগদান সভা যাতে সম্ভব না হয়, সেজন্য এই মথার মুখোশধারী কিছু দুর্বৃত্ত জনসভায় যোগ দিতে আসা আমাদের লোকজনের উপর হামলা চালায়। আবার সিভিল সোসাইটি নাম দিয়ে এমন একজন ব্যক্তির (মুখোশধারী) নেতৃত্বে আন্দোলন সংঘটিত করা হয়েছে। এটা কোন ধরণের আন্দোলন? আমাদের কার্য্যকর্তা, বিডিও, ইঞ্জিনিয়ার, এসডিপিও সহ সবাইকে যেভাবে দা, লাঠি, রড দিয়ে আক্রমণ করেছে, আর এটাকে বলছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন! এটা কোন ধরণের আন্দোলন করছে তারা? আমি তাদের নেতাদের প্রশ্ন করতে চাই। কিন্তু যখনই দেখে অবস্থা খারাপ, তখনই অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করে তারা। আবার কিছুদিন পর বলবে যে আমরা শান্তি চাই, শান্তি চাই। কিন্তু তাদের আসল রূপ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ মুঙ্গিয়াকামিতে যোগদান সভাকে ঘিরে ঘরে ঘরে গিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করার চেষ্টা হয়েছে। বলা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির মতো জাতীয় দলকে এডিসি এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের যেকোন জায়গায় যেতে পারে। কেউ তাদের রুখতে পারবে না। আমি তাদের হুশিয়ার করে দিচ্ছি যে এধরণের চালাকি দিয়ে সাময়িক কাজ হবে। কিন্তু বেশিদিন চলবে না।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন। গত এডিসি নির্বাচনের সময় ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি হিসেবে আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি। সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্য্যালয় তছনছ করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ছবিও মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছিল। সেই ছবি তুলে আমরা যথাস্থানে রেখে দিয়েছি। আর তারা বলছে যে আমরা রাজ পরিবারের ব্যক্তিদের সম্মান করি না! কিন্তু আমরা ৩৫ বছরের রাজত্ব ও কংগ্রেসের ৫ বছরের রাজত্ব দেখেছি। তারা কোনদিন মহারাজাদের সম্মান দেয়নি। ভারতীয় জনতা পার্টি আসার পর মহারাজ বীর বিক্রমের নামে এয়ারপোর্টের নামকরণ করা হয়েছে। এয়ারপোর্টে মহারাজার পূর্ণবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। কামান চৌমুহনি সংলগ্ন আইল্যান্ডে মহারাজার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মহারাজা বীর বিক্রমকে সম্মান জানানোর জন্য তাঁর জন্মদিন ১৯ আগস্ট দিনটিকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে জনজাতি অধ্যুষিত ১২টি ব্লককে অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর জনজাতিদের সম্মান দেওয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়াও জনজাতি গোষ্ঠীর উপ গোষ্ঠীর সমাজপতি বা প্রধানদেরকেও ৫ হাজার টাকা সাম্মানিক প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই দিশায় কাজ করছে সরকার। জনজাতিদের কল্যাণের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে ২০২৪ এর ৪ সেপ্টেম্বর এনএলএফটি ও এটিটিএফের সঙ্গে ত্রিপুরা সরকারের একটা সমঝোতা চুক্তি হয়। সেই চুক্তির নিরিখে তারা অস্ত্র সমর্পন করে। জনজাতি অংশের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় ৮৪টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র করা হয়েছে। জনজাতি এলাকায় আরো উন্নয়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক থেকে ১৪০০ কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে। জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে যা যা করার দরকার সেটা করবে সরকার। বিশেষ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্যাকেজের আওতায় ১,৩১৬টি পরিবারের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়তা করা হয়েছে। ১০০টি মার্কেট স্টল নির্মাণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৯,৩২৬ জন জনজাতি সুবিধাভোগীকে ২৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে।

যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, জেলা সভাপতি বিনয় দেববর্মা, এডিসি সদস্য বিদ্যুৎ দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কার্য্যকর্তাগন।

রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষ্যে বাইসাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৪ অক্টোবর: আগামী ৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ সকালে এডি নগর পুলিশ মাঠ থেকে এক বর্ণাঢ্য বাইসাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের যুবক-যুবতীরা এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি এডিনগর পুলিশ মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষ হয় আস্তাবল মাঠে এসে।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা পুলিশের এসপি মানিক দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইজি টিএসআর করি মারাক, এসপি এনপিএফ কল্লোল রায়, এসপি এসসিআরবি ফ্রান্সিস ড্রালং সহ আরও বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক।

র‍্যালির উদ্দেশ্য ছিল সমাজে জাতীয় ঐক্য, সম্প্রীতি ও দেশপ্রেমের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান, রাষ্ট্রীয় একতা দিবস দেশের ঐক্য, সংহতি ও নিরাপত্তার প্রতীক যা প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা আরও দৃঢ় করে।

শান্তির বাজারের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ধলাই প্রশাসনের ৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা

আগরতলা, ২৪ অক্টোবরঃ গত ২৩ অক্টোবর ধলাই জেলার শান্তিরবাজার, সেলেমা ও কমলপুর উপবিভাগে সংঘটিত সন্ত্রাসের ঘটনার প্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করল ধলাই জেলা প্রশাসন। জেলা শাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তর থেকে শুক্রবার এক সরকারি নির্দেশ জারি করে মোট ৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশ অনুযায়ী, ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী তিন শ্রেণিতে ক্ষতিগ্রস্তদের এই ত্রাণ প্রদান করা হবে। বড় ধরনের ক্ষতি জন্য প্রতিটি পরিবার পিছু ২৫,০০০ করে, মোট ৫ জনকে দেওয়া হবে। মধ্যম ক্ষতির জন্য প্রতিটি পিছু পরিবারকে ১৫,০০০ করে, মোট ৭ জনকে দেওয়া হবে এবং সামান্য ক্ষতির জন্য প্রতিটি পরিবারকে ১০,০০০ করে, মোট ৪৩ জনকে এই টাকা প্রদান করা হবে।

এছাড়া, কমলপুরের এসডিএমকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন কোনো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বাদ না পড়ে। যদি কোনো ভুক্তভোগী ক্ষতিপূরণের তালিকা থেকে বাদ পড়ে থাকে, তবে যথাযথ প্রমাণপত্রসহ তারা ক্ষতিপূরণের দাবি জানাতে পারবেন বলেও নির্দেশে উল্লেখ রয়েছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কিছুটা স্বস্তি ফিরবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, আজ সকালেই ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য: সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর অভিযান-৮.০ আজ সারা রাজ্যে শুরু হয়েছে। সারা রাজ্যের সাথে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়ও আজ থেকে ১৪ দিনব্যাপী এই অভিযান শুরু হয়েছে।

আগরতলার ধলেশ্বরস্থিত কামিনীকুমার সিংহ মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক এই অভিযানের উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। এই কর্মসূচিতে জেলার ১ থেকে ১৯ বছর বয়সী ২,৫১,৭৯৪ জনকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট, ৫৮৩৪০ জন শিশুকে আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড সিরাপ খাওয়ানো হবে। ১ লক্ষ ২০ হাজার ১৫৩ জন শিশুর পুষ্টি নির্ধারণ করা হবে। ১০ বছর বয়সী ৬,৩১৯ জনকে বিভিন্ন টিকা এবং ১৫ বছর বয়সী ৬,৪৩০ জনকে টিটেনাস টিকা দেওয়া হবে।

অভিযানের সূচনা করে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিশু, কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ সবল রাখা এবং তাদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, আজ থেকে শুরু হয়ে ১৪ দিনব্যাপী জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের কৃমিনাশক ট্যাবলেট, ভিটামিন-এ ট্যাবলেট, পোলিও, টিটেনাস ভ্যাকসিন প্রভৃতি দেওয়া হবে। এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সাংসদ সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, এই জেলার প্রতিটি শিশু, কিশোর-কিশোরীকে সুস্থ সবল রাখতে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। তারা সুস্থ থাকলে আমাদের সমাজও সুস্থ স্বাভাবিক থাকবে। বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটর সুখময় সাহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. রঞ্জন বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর অভিযান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শিক্ষা আধিকারিক পল্লবকান্তি সাহা, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের পশ্চিম জেলা পরিদর্শক দীপকলাল সাহা। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন কামিনীকুমার সিংহ ম্যামোরিয়্যাল দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিবশঙ্কর পাল। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন জেলাভিত্তিক অভিযান কর্মসূচির কনভেনার ডা. সুখেন্দু নাথ। অনুষ্ঠানে দু''জন কিশোর-কিশোরীকে টিটেনাস টিকা দেওয়া হয়। দুটি শিশুকে ভিটামিন-এ সিরাপ এবং কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সবাই মিলে সমাধান সূত্র বের করতে হবে: উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর: জলবায়ু পরিবর্তন শুধুমাত্র ভবিষ্যতের সমস্যা নয় এটা বর্তমান সময়েরও বাস্তবতা। এবিষয়টির সঙ্গে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন জড়িয়ে গেছে। তাই সবাই মিলেই এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার সমাধান সূত্র বের করতে হবে। আজ মোহনপুরের স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে দু''দিনব্যাপী "বিশ্ব উষ্ণায়ন: সংকট বোঝা, প্রভাব এবং দূষিত বিশ্বে স্থিতিশীল ভবিষ্যতের পথ" শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধন করে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ একথা বলেন। তিনি বলেন, বিশ্ব উষ্ণায়ণ শব্দটি এখন খুবই প্রাসঙ্গিক। এর সংকট, প্রভাব, ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশনার বিষয়টি শুধু একাডেমিক আলোচনার বিষয় নয় এর সঙ্গে মানব সভ্যতার অস্তিত্বের বিষয়টিও জড়িয়ে গেছে। তিনি বলেন, সারা বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোথাও অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হচ্ছে, কোথাও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জৈব বৈচিত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে পৃথিবীর অস্তিত্ব বজায় রাখা এখন সবার কাছেই একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, গত বছর দিল্লি, রাজস্থান, গুজরাটের মতো বিভিন্ন রাজ্যের তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপর চলে গিয়েছিল। এখন ত্রিপুরাতেও বিভিন্ন সময়ে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির উপর চলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এসবই হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাবে। তিনি বলেন, যেকোন মূল্যে আমাদের পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। তবেই মানব জীবন রক্ষা পাবে। আমাদের প্রাচীন মূল্যবোধকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে মিলিয়ে যদি আমরা চলতে পারি তবে ভারত এক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের কাছেই একটা পথ দেখাতে পারবে। তিনি বলেন রাজ্যের বর্তমান সরকারও এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিভিন্ন বাস্তব পদক্ষেপ নিচ্ছে। সবুজ ত্রিপুরা অভিযান, প্লাস্টিক মুক্ত রাজ্য গঠনের উদ্যোগ ইত্যাদি এই পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে। সেমিনারে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য প্রফেসর শ্যামল দাস, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য প্রফেসর বিপ্লব হালদার প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেমিনারের আহ্বায়ক সহকারি অধ্যাপক ড. জেমস দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. হারাধন সাহা।

নীরমহলে ৪ এবং ৫ ডিসেম্বর দু'দিনব্যাপী ইউনিটি প্রমো ফেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর: নীরমহলে দু''দিনব্যাপী ইউনিটি প্রমো ফেস্ট (দ্বিবার্ষিক) আগামী ৪ এবং ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণের উপস্থিতিতে আজ সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় তিনি হোম স্টে ব্যবস্থাপনা পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতে এবং রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বিষয়গুলিকে প্রমো ফেস্টে গুরুত্ব সহ তুলে ধরতে আহ্বান জানান।

আলোচনায় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করতে প্রমোফেস্ট সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, জনপ্রতিনিধিগণ, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

উনকোটি জেলায় মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান ৮.০ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ২৪ অক্টোবর: কৈলাসহরে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান ৮.০। সমস্ত রাজ্যের সাথে ঊনকোটি জেলার জেলাভিত্তিক এই অভিযানের শুভ সূচনা করা হয়েছে কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে।

এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডঃ তমাল মজুমদার,জেলা সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মা, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শীর্ষেন্দু চাকমা সহ আরো অনেকেই।

প্রথমেই অতিথিদের উত্তরীয় ও বেইজ পড়িয়ে বরণ করা হয়, এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি ২৪/১০/২০২৫ ইং থেকে শুরু করে চলবে আগামী ০৬ /১১ /২০২৫ ইং পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬দিন। এই অভিযানে আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ,স্বাস্থ্যকর্মী ও জেলা শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হবে।

০ থেকে ১৯ বছরের সমস্ত ছেলে-মেয়েকে এই মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য শৈশব স্বাস্থ্য কৈশোর অভিযান এর আওতায় নিয়ে আসা। এই অভিযানে মোট ১৩ রকমের ঔষধ ও ভ্যাকসিন থাকবে। যা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে দেওয়া হবে। আজ ৫ জন শিশুকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঔষধ দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার দপ্তর।

ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর: ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বর্তমানে ব্যাঙ্গালুরুর এস্টার সিএমআই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছেন। অধ্যক্ষ শ্রীসেন বর্তমানে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছেন এবং তিনি স্বাভাবিকভাবেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছেন।

উল্লেখ্য, গত ৮ আগস্ট মস্তিস্কে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের ফলে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ ও পরে আগরতলাস্থিত একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসারত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে শ্রীসেনকে গত ১১ আগস্ট ব্যাঙ্গালুরুস্থিত এই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তার চিকিৎসা চলছে নিউরোসার্জন ডা. রবি গোপাল ভার্মার তত্ত্বাবধানে। ব্যাঙ্গালুরুর এস্টার সিএমআই হাসপাতালের তরফে কনসালটেন্ট নিউরোসার্জন ডা. নির্মলা এস-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে ত্রিপুরা বিধানসভা সচিবালয়ের সচিব এই সংবাদ জানিয়েছেন।

৩ দফা দাবিতে বামেদের গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর: তিন দফা দাবির ভিত্তিতে আজ রাজধানীর ওরিয়েন্ট চৌমহনী এলাকায় ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এক গণ অবস্থানের আয়োজন করা হয়। মূলত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত নারী নির্যাতনকারী ধর্ষকদের এবং খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া, রেলের ওয়াগন বোঝাই কোটি কোটি টাকার নেশা সামগ্রী পাচারকারীদের গ্রেফতার করা, মন্ত্রী সুধাংশু দাসকে মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করার দাবিতে এদিনের এই গণ অবস্থান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের এই গণ অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক রতন ভৌমিক, সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেত্রী কৃষ্ণা রক্ষিত, সিপিআইএম নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে সহ অন্যান্যরা।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, রাজ্যে মথা এবং বিজেপির মধ্যে অর্থাৎ এডিসি ও রাজ্য সরকারের মধ্যে দুর্নীতির প্রতিযোগিতা চলছে কে কত বেআইনি সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারে। এর বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির বিধায়করা সরব হলেও তাদের দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না। পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মহাকরণ, সর্বত্রই দুর্নীতি চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এদিন মন্ত্রী সুধাংশু দাসের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ উঠলেও তাকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানো হচ্ছে না। এ ধরনের দুর্নীতির জন্য মন্ত্রী শুধাংশু দাসকে মন্ত্রীসভা থেকে সরানোর দাবি করেন তিনি।

এছাড়াও রাজ্যের বেকার সমস্যা, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন সহ একাধিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তাঁর কথায়, রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ শ্রমজীবী, তাদের কাছে কাজ নেই। ন্যূনতম যে কাজগুলি কমিউনিস্ট সরকার থাকার সময়ে তাদের প্রদান করা হতো সেই কাজও এখন সরকার দিচ্ছে না। রেগার টুয়েপের কাজগুলিও বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে উৎসবের দিনগুলিতে দুর্বিসহ জীবন কাটিয়েছেন রাজ্যের শ্রমজীবী অংশের জনগণ। মন্ত্রী বিধায়কেরা উৎসব পালন করেছেন। কিন্তু শ্রমজীবী বেকার মানুষেরা এই উৎসবে শামিল হতে পারেননি। এই সমস্যা থেকে সাধারণ জনগণকে বের করে আনার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না বর্তমান সরকার। তিনি এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী রাজ্যে নেশার বারবারন্তের ঘটনায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন জিরানিয়া স্টেশন থেকে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার হওয়ার পরেও এই ঘটনা এখনো কারো নাম প্রকাশ্যে আনা হয়নি। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় একজনকেও গ্রেফতার করা হয়নি। বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার হলেও প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে। তিনি আর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas